অমর চিত্র কথা

নং ২১৪ টা.২'৫০

# ভীম ও হনুমান

Indrajal.blogspot.in

মহাভারত থেকে

# ভীম ও হনুমান

অনুবাদ / প্রদীপ্ত চক্রবর্তী
বর্ণলিপি / মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

মহাপরাক্রমশালী ভীমের সঙ্গে রামায়নের প্রখ্যাত চরিত্র হনুমানের প্রথম সাক্ষাৎকারের ঘটনা মহাভারতের এক বিশেষ নাটকীয় বিষয়। হনুমান পবনদেব বায়ুর পুত্র। বায়ুর কৃপায় কুন্তীর গর্ভে ভীমের জন্ম। সেদিক থেকে এঁরা দুই ভাই।

হনুমানকে বলা হয় চিরঞ্জীব। তাঁর মৃত্যু নেই। এবং সে জন্যেই এঁদের দু'জনের দেখা হওয়া সম্ভব হয়েছিল,—যদিও ভীম বেশ কয়েক শত বছর পরে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন।

এবং এই কাহিনী থেকেই জানা যায়, দ্রৌপদী কেন ভীমকে যে কোনও বিপজ্জনক অথচ আনন্দবর্ধক কাজে ভরসা করতেন।

'অমর চিত্রকথা'র
বাংলা সংস্করনের একমাত্র পরিবেশক
**উচ্চারন**
২/১, শ্যামাচরন দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

Indraindrajal.blogspot.in

blished by H.G. Mirchandani, for India Book House Education Trust, si Mansion, 29, Nathalal Parekh Marg, Bombay-400 039 and printed him at IBH Printers, Marol Naka, Mathuradas Vissanji Road, Andheri ıst), Bombay-400 059.

**Editor: Anant Pai** **Script: Lopamudra**

# ভীম ও হনুমান

পঞ্চপান্ডবদের হিংসুটে জ্যেঠতুতো ভাই কৌরবেরা তাঁদের ঠকিয়ে শুধু রাজত্ব থেকেই বঞ্চিত করলো না — তাঁদের যেতে হলো তেরো বছরের জন্যে বনবাসে — সঙ্গে চললেন পান্ডবদের স্ত্রী দ্রৌপদী, আর পুরোহিত ধৌম্য।

BEN

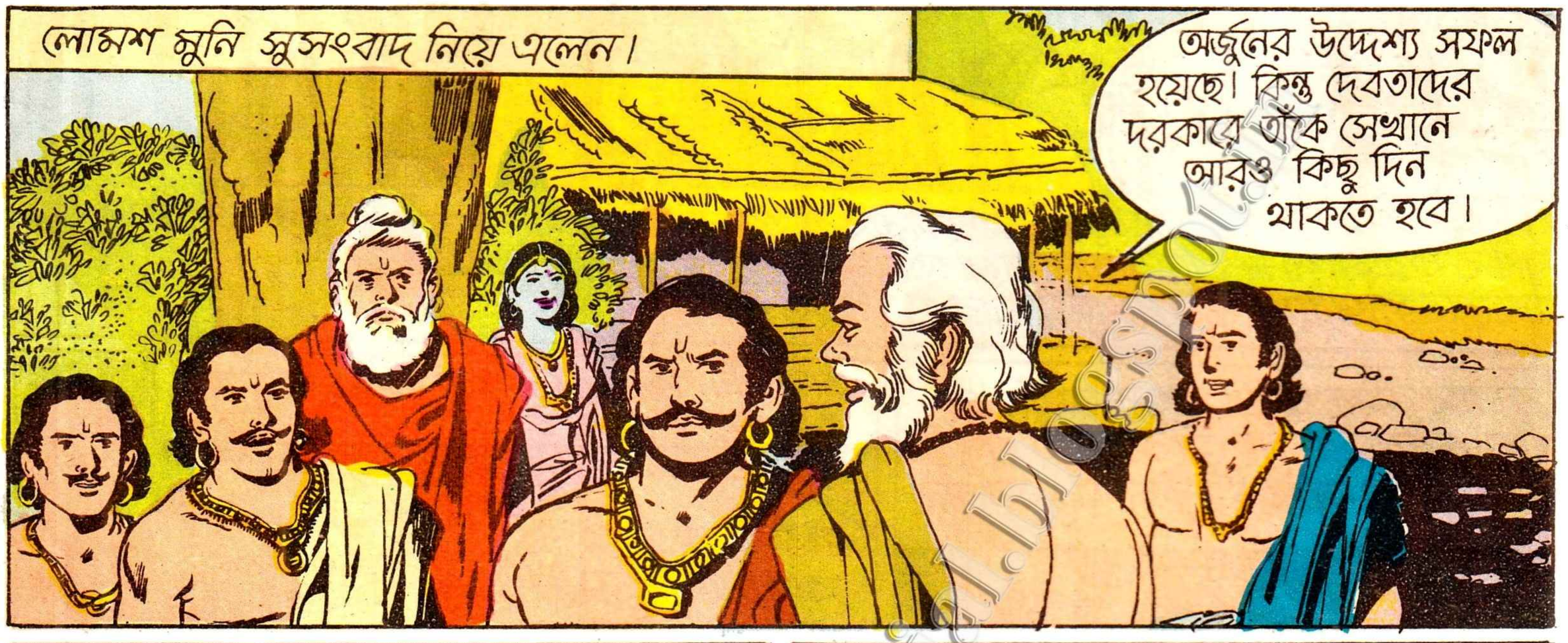

Amar Chandrajal.blogspot.com

পান্ডবরা দ্রৌপদীকে নিয়ে মুনিদের সাথে যাত্রা করলেন। অর্জুনের সাথে শীঘ্রই দেখা হবে ভেবে পথের কোনও কষ্ট আর তাঁদের স্পর্শ করলো না।

দেখ! সেই পাহাড়টা!
কী সুন্দর! এই সেই গন্ধমাদন পর্বত! যক্ষরা এখানে থাকেন।

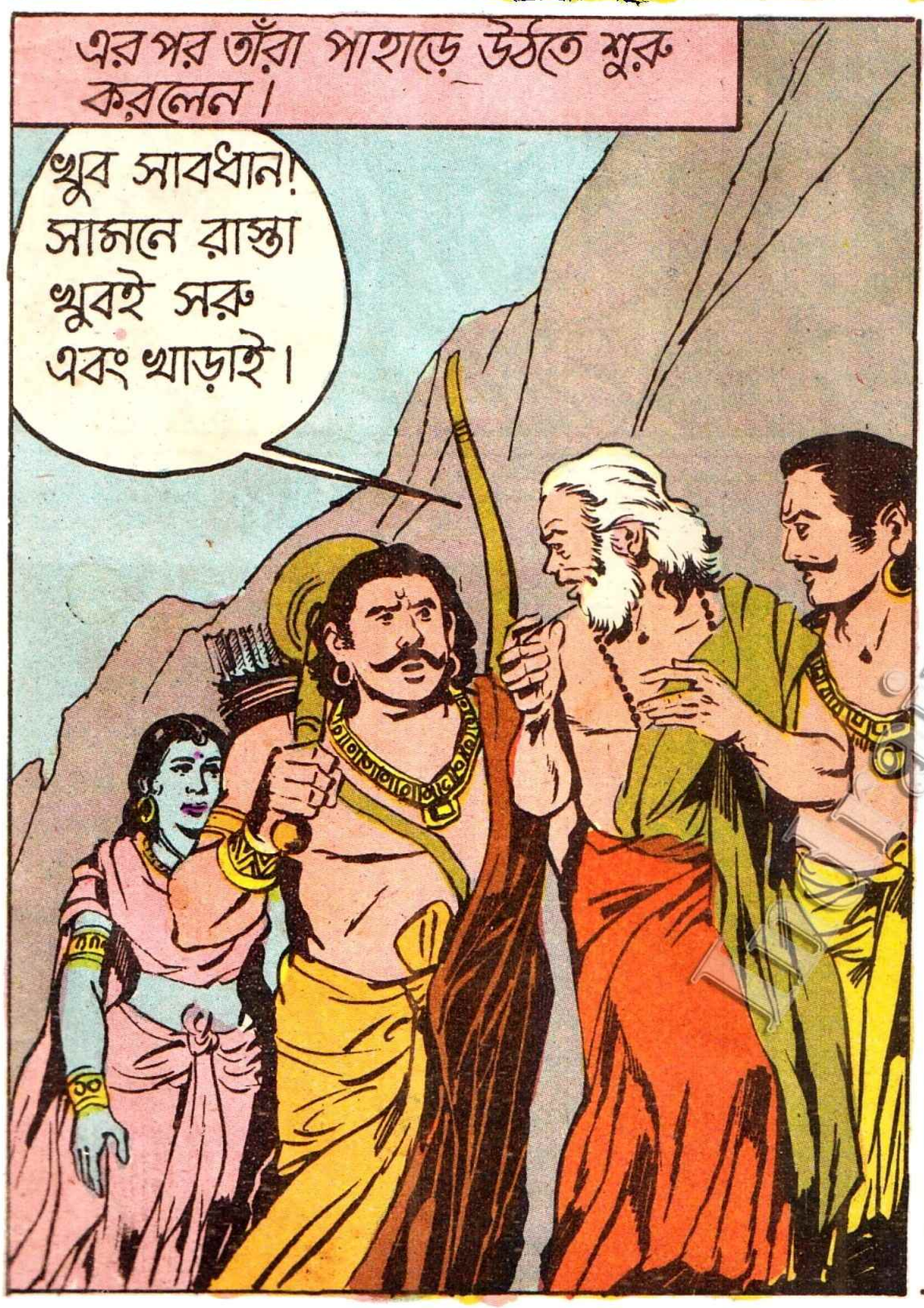
এর পর তাঁরা পাহাড়ে উঠতে শুরু করলেন।
খুব সাবধান! সামনে রাস্তা খুবই সরু এবং খাড়াই।

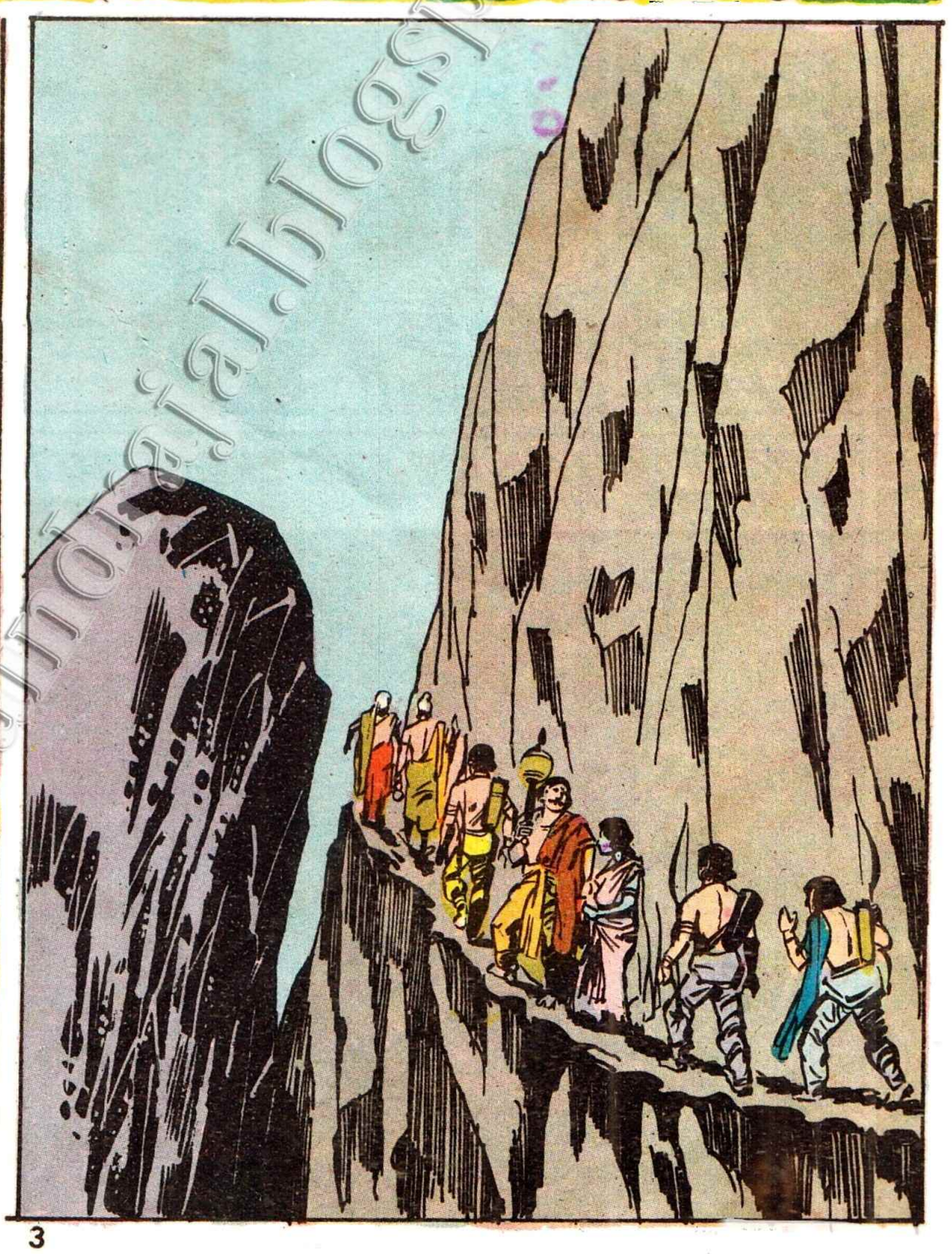

তাঁরা যখন প্রায় পাহাড়ের চূড়ার কাছে —
ভীম, তোমার গায়েই জোর সব চেয়ে বেশী। তুমিই সব সময় দ্রৌপদীকে খেয়াল রাখবে।

যুধিষ্ঠির যেন বুঝতে পেরেছিলেন কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। পর মুহূর্তেই শুরু হলো প্রচন্ড ধুলার ঝড়!
আকাশ যেন ভেঙে পড়ছে!

হে ভীম, বাঁচাও!

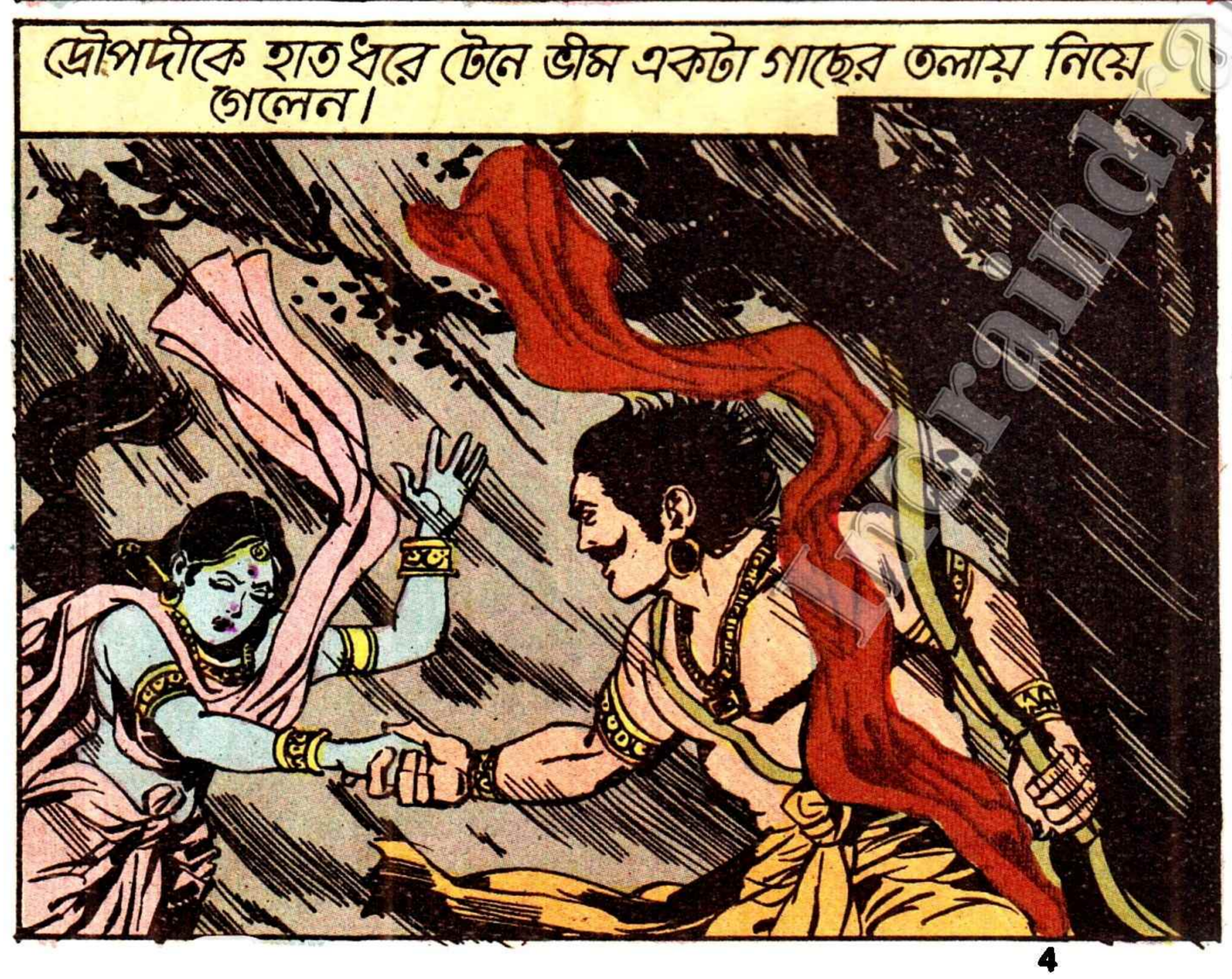
দ্রৌপদীকে হাত ধরে টেনে ভীম একটা গাছের তলায় নিয়ে গেলেন।

ঝড় কমলো—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নামলো তুমুল বৃষ্টি।

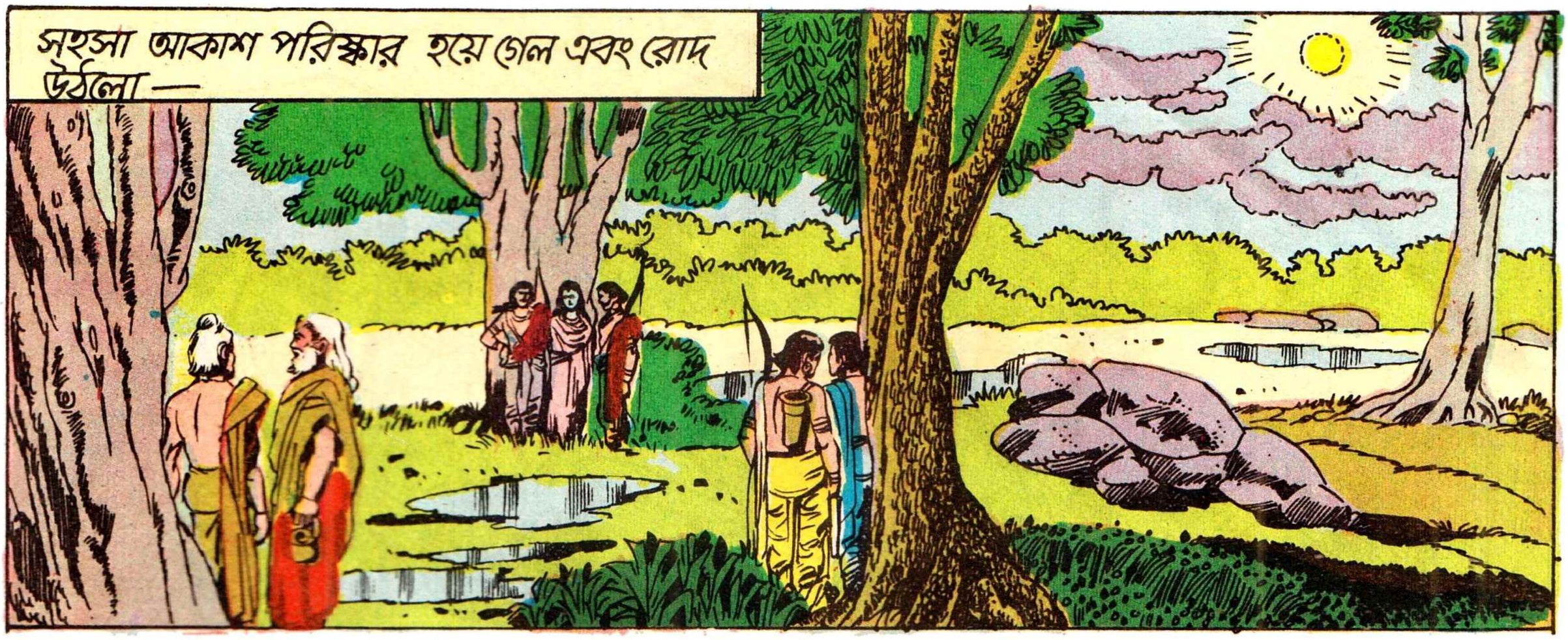
সহসা আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল এবং রোদ উঠলো —

যুধিষ্ঠিরের প্রধান ভাবনা ছিল দ্রৌপদীকে নিয়ে।
তুমি ঠিক আছো তো? হাঁটতে পারবে?
আমি ঠিক আছি। দিব্যি হেঁটে যেতে পারবো।

কিন্তু তাঁরা চলতে শুরু করার অল্প পরেই—
ভী-ম! বাঁ-চা-ও!

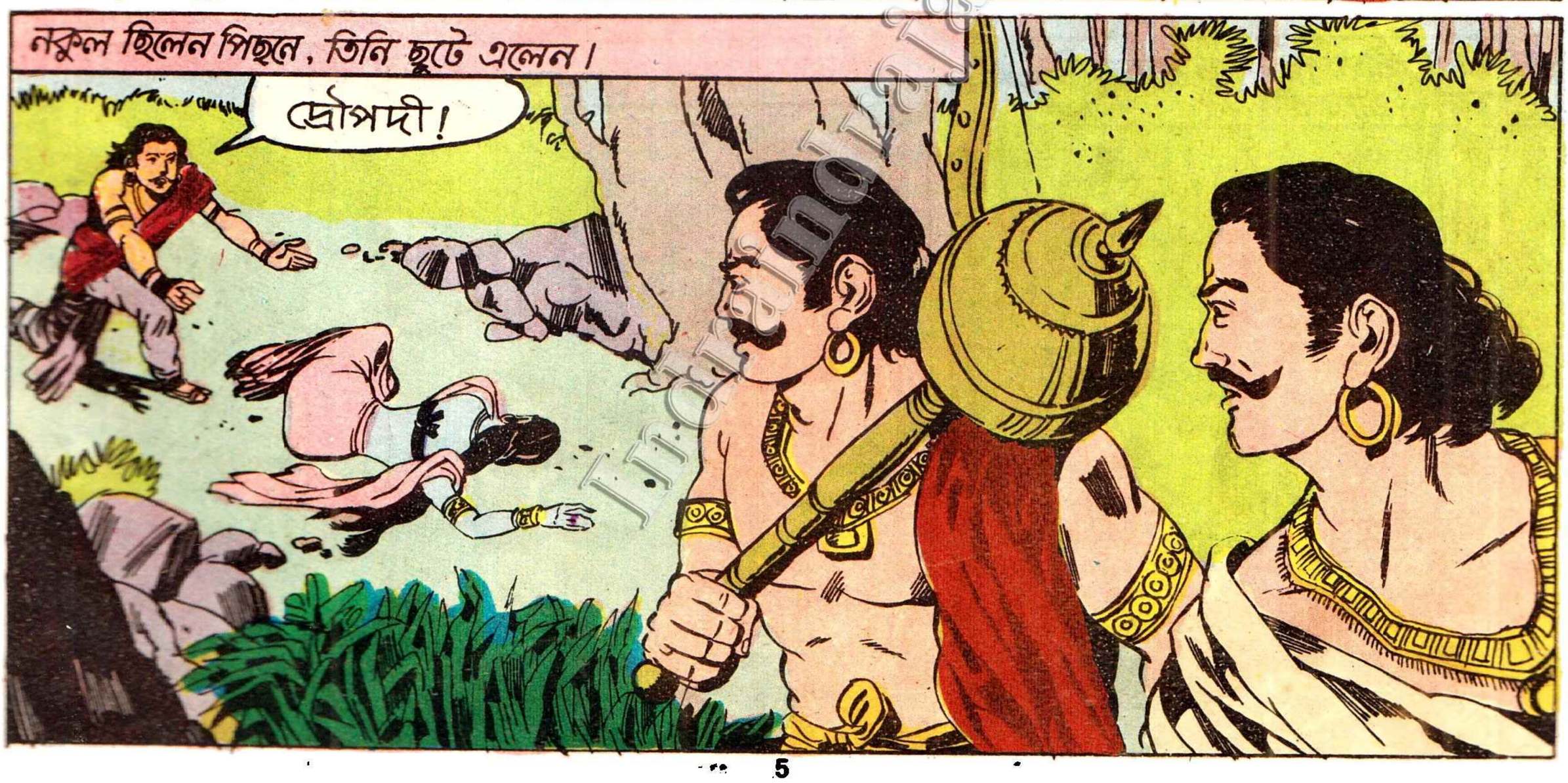
নকুল ছিলেন পিছনে, তিনি ছুটে এলেন।
দ্রৌপদী!

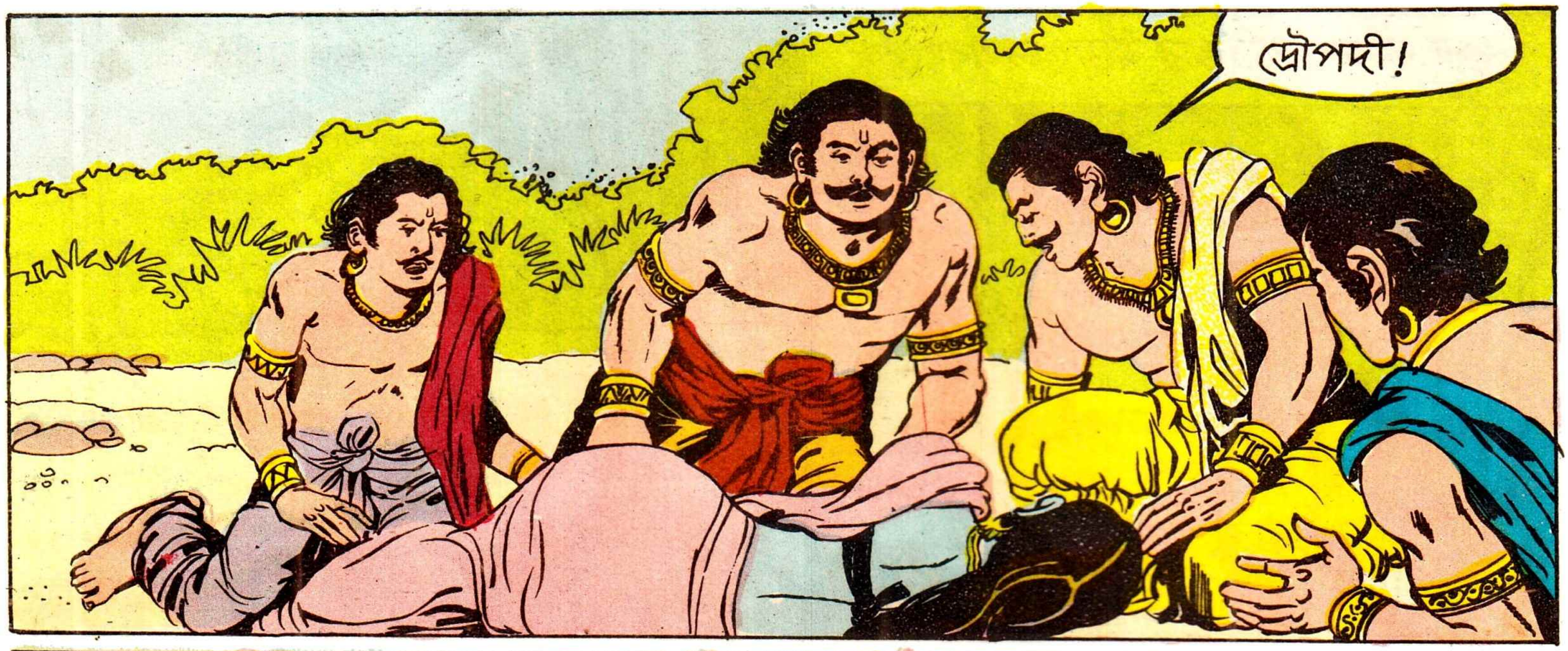
দ্রৌপদী!

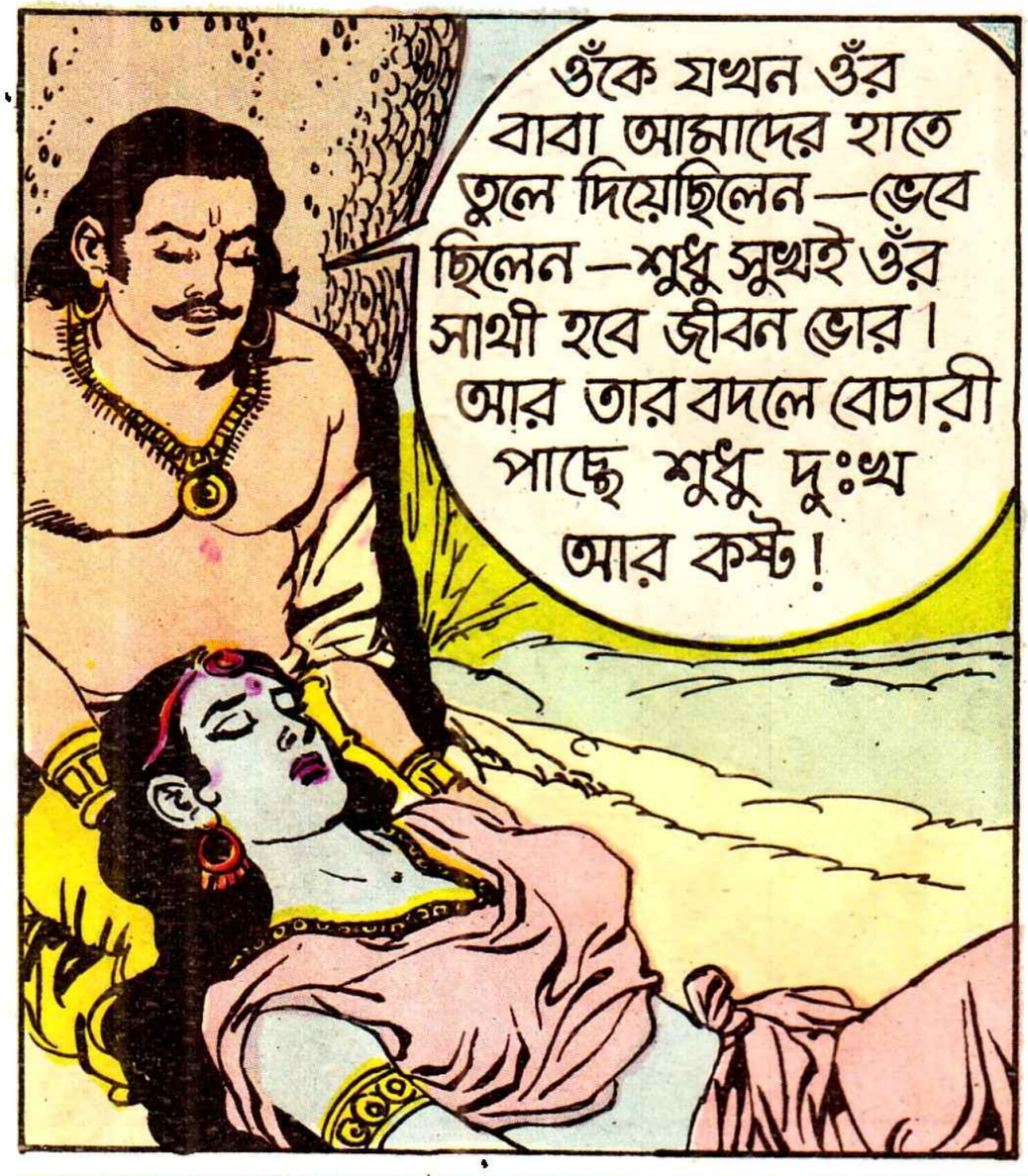
ওঁকে যখন ওঁর বাবা আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন—ভেবে ছিলেন—শুধু সুখই ওঁর সাথী হবে জীবন ভোর। আর তার বদলে বেচারী পাচ্ছে শুধু দুঃখ আর কষ্ট!

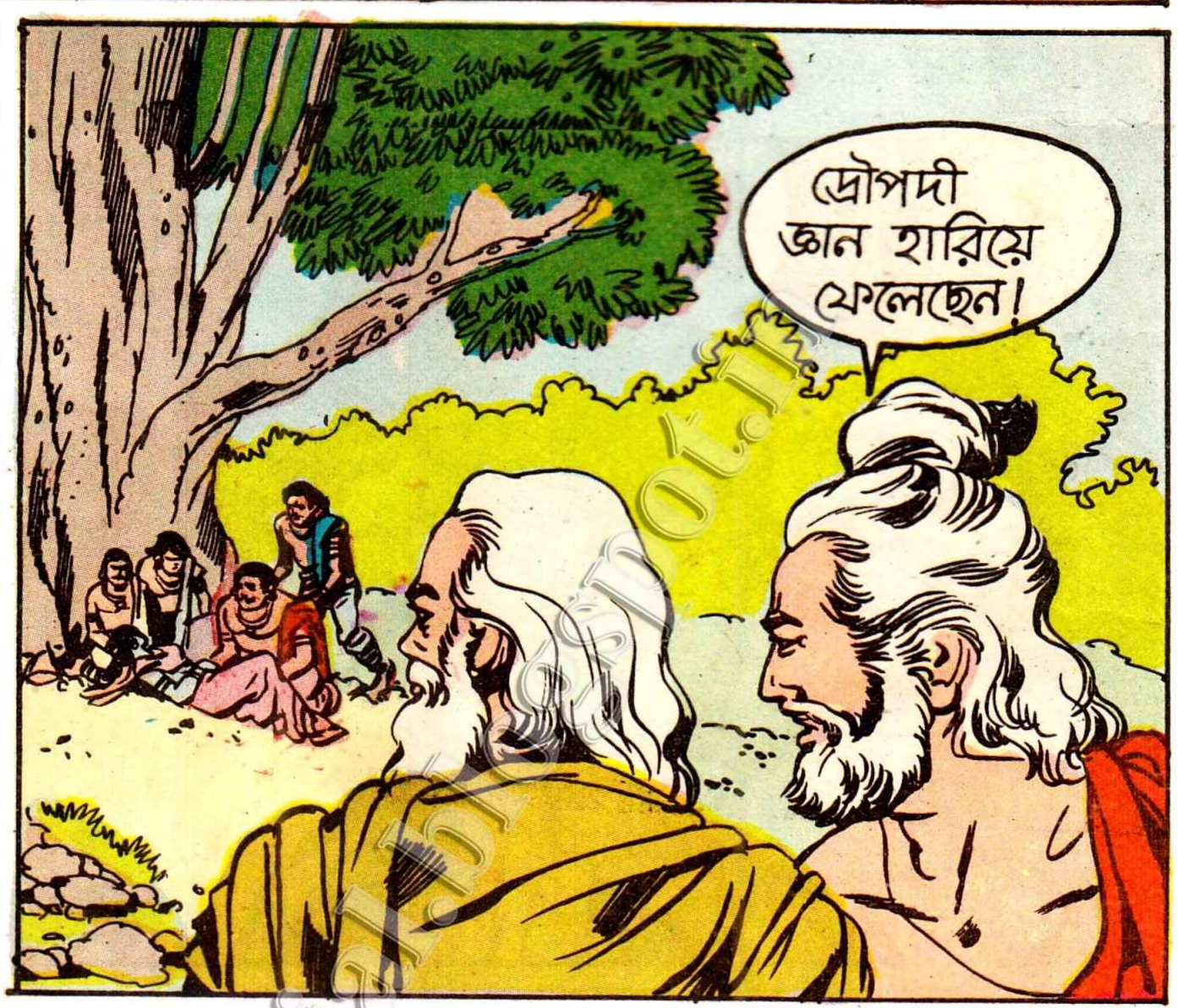
দ্রৌপদী জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন!

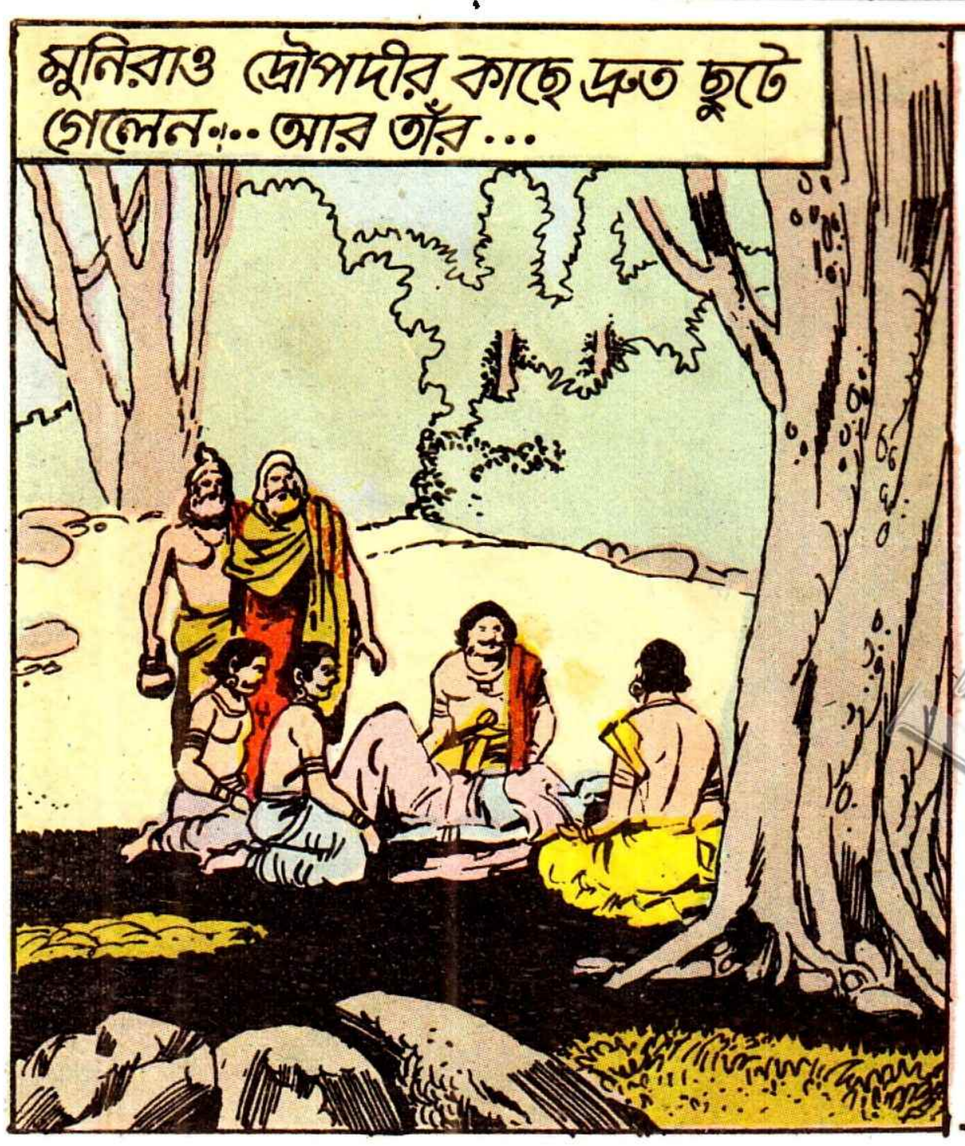
মুনিরাও দ্রৌপদীর কাছে দ্রুত ছুটে গেলেন... আর তাঁর...

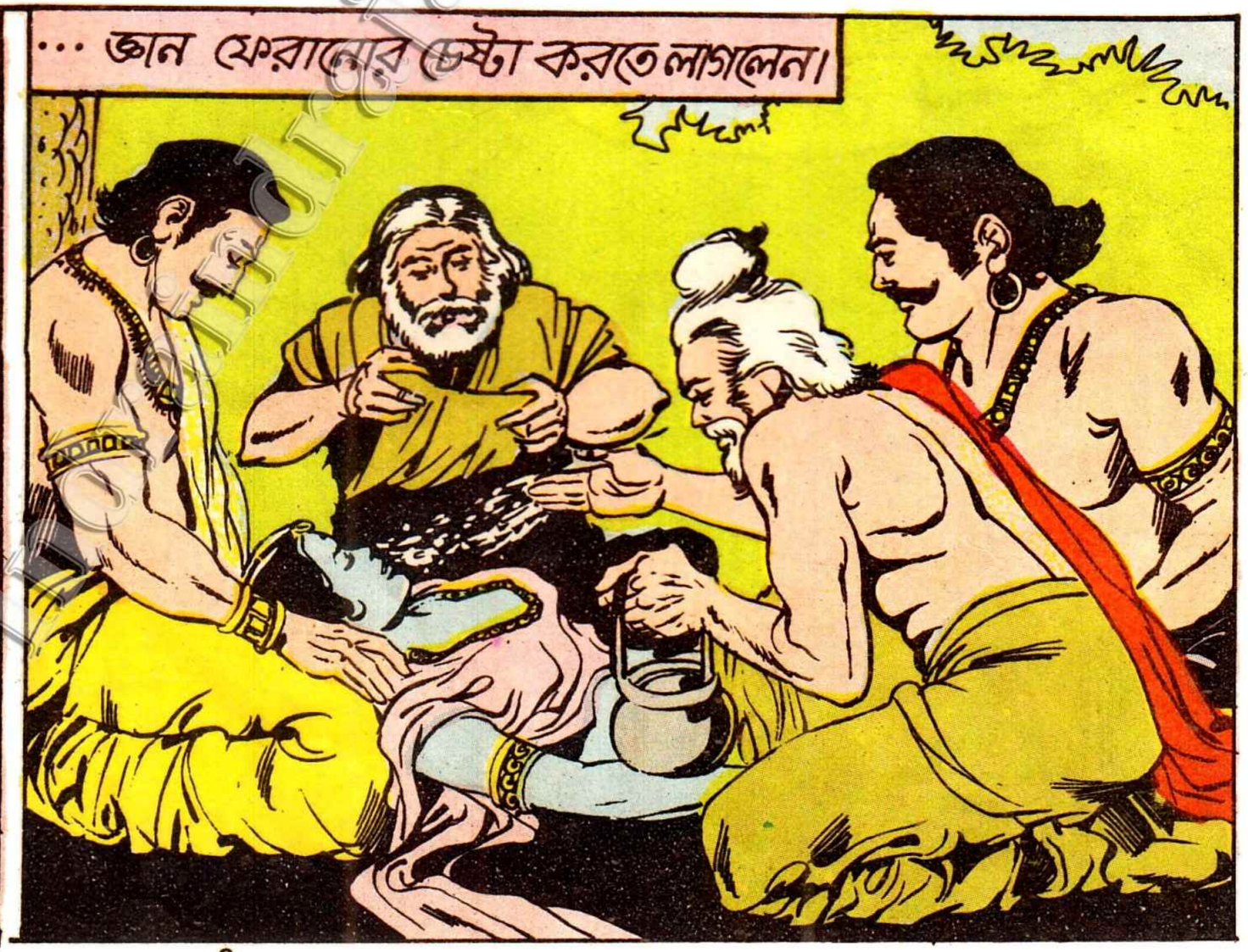
... জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করতে লাগলেন।

দ্রৌপদী ধীরে ধীরে চোখ খুললেন।

তাঁরা দ্রৌপদীকে একটা গাছে হেলান দিয়ে বসতে সাহায্য করলেন।

যুধিষ্ঠির চিন্তিত হলেন।
ভীম, দ্রৌপদীর পক্ষে তো এই বরফ-ঢাকা পাহাড় ডিঙিয়ে চলা সম্ভব হবে না!

তুমি আর সহদেব এখানে থাকো। আমরা ক'জন বরং এগিয়ে গিয়ে অর্জুনকে নিয়ে আসি।

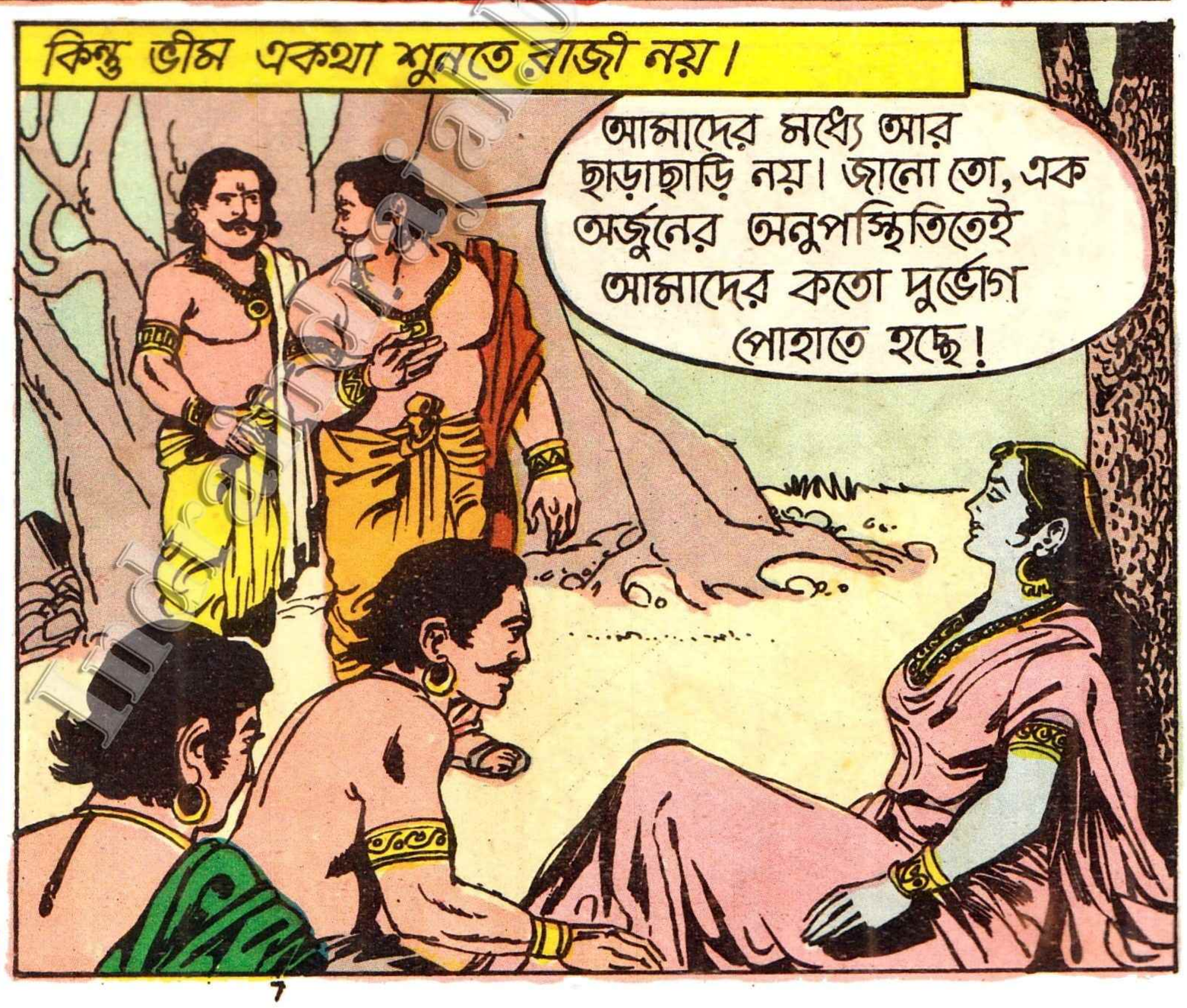
কিন্তু ভীম একথা শুনতে রাজী নয়।
আমাদের মধ্যে আর ছাড়াছাড়ি নয়। জানো তো, এক অর্জুনের অনুপস্থিতিতেই আমাদের কতো দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে!

* ভীম আর রাক্ষসী হিড়িম্বার পুত্র।

ঘটোৎকচ, তুমি তো ইচ্ছে মতো যেখানে খুশি উড়ে যেতে পারো। দ্রৌপদীকে নিয়ে চলো তো আমাদের সাথে ঐ পর্বত চূড়ায়!

খুব নিচু দিয়ে উড়ে যাবে। দেখবে, যাতে ওঁর কোনও কষ্ট না হয়।

ওঁর কোনও রকম অসুবিধা হবে না। আর তা ছাড়া, আপনারাও তো একই সাথে থাকছেন! আমার সঙ্গীরা আপনাদের নিয়ে যাবে।

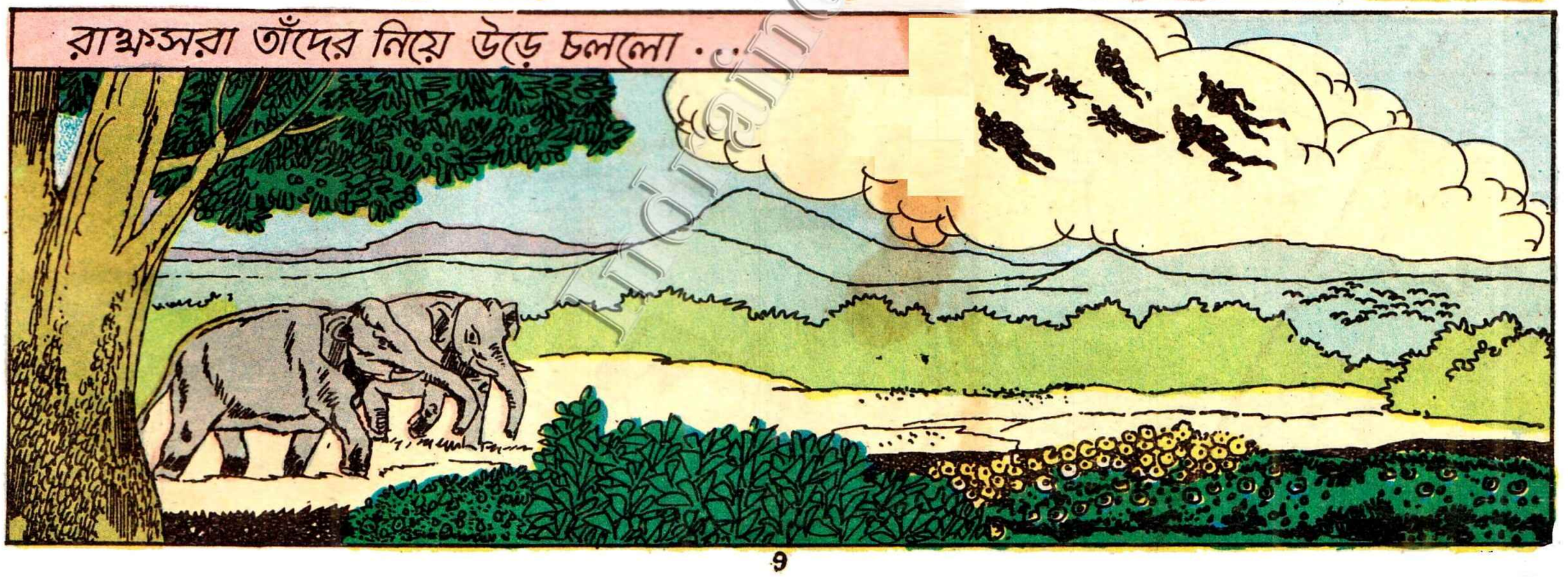
রাক্ষসরা তাঁদের নিয়ে উড়ে চললো ...

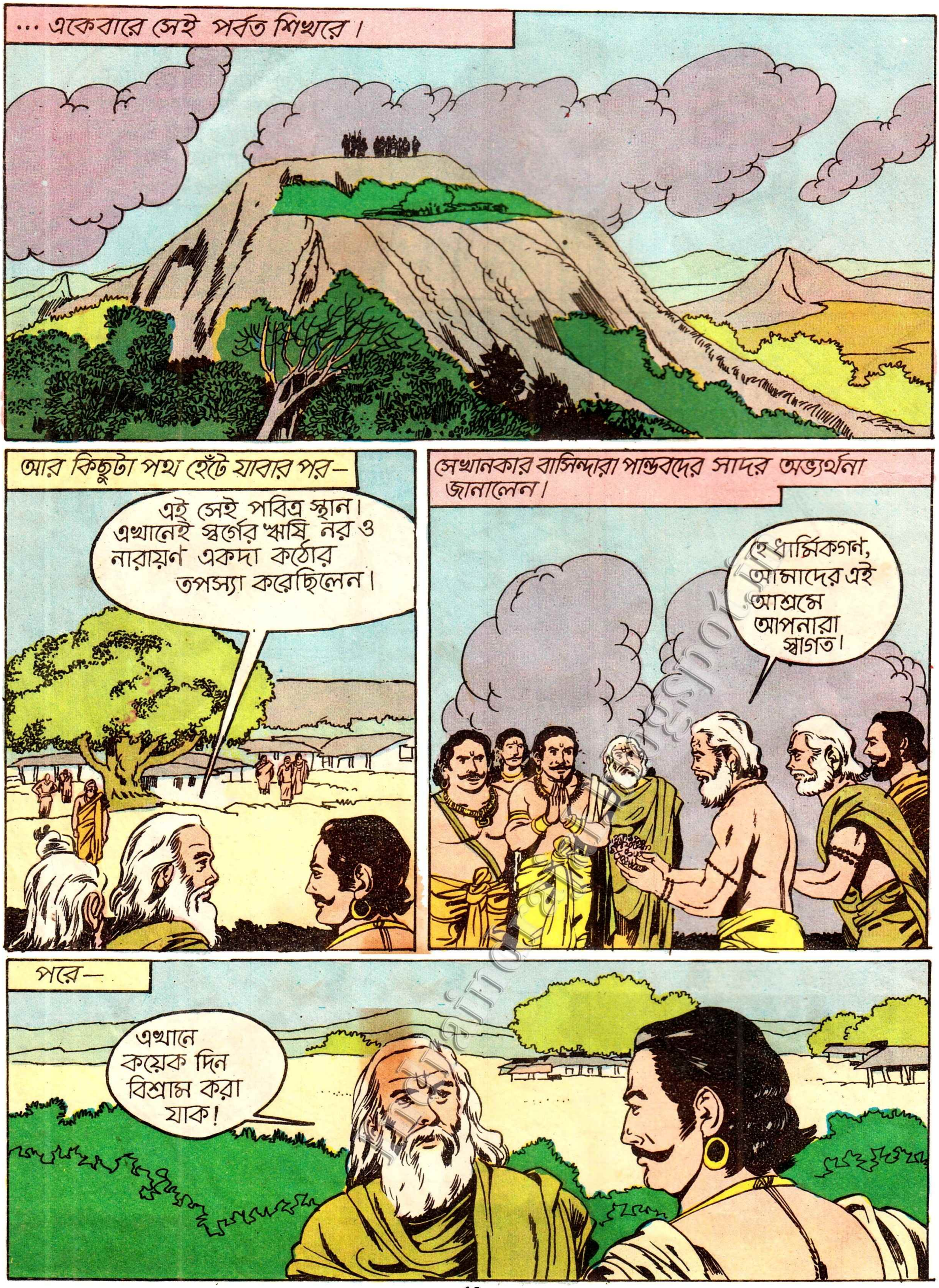
... একেবারে সেই পর্বত শিখরে।
আর কিছুটা পথ হেঁটে যাবার পর—
এই সেই পবিত্র স্থান। এখানেই স্বর্গের ঋষি নর ও নারায়ণ একদা কঠোর তপস্যা করেছিলেন।
সেখানকার বাসিন্দারা পান্ডবদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।
হে ধার্মিকগন, আমাদের এই আশ্রমে আপনারা স্বাগত।
পরে—
এখানে কয়েক দিন বিশ্রাম করা যাক!

কয়েকদিন পরে দ্রৌপদী আর ভীম যখন সেই আশ্রমের সুন্দর বনপথে বেড়াচ্ছিলেন, তখন —

ভীম, দ্যাখো, কি সুন্দর একটা ফুল!

কী সুন্দর গন্ধ!

এটা আমি যুধিষ্ঠিরকে দেবো। কিন্তু এরকম অপূর্ব ফুল আমি কিছু সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই।

ভীম, এই ফুল আমাকে এনে দাও না!

তারপর দ্রৌপদী আশ্রমে ফিরে গেলেন।
দ্রৌপদী, তোমার যা প্রাপ্য তার কিছুই তো আমরা দিতে পারি না। তোমার জন্যে এই ফুল সংগ্রহ করতে পৃথিবীর শেষপ্রান্তেও যদি যেতে হয়, তাই যাবো।

ফুলটি যেদিক থেকে উড়ে এসেছিল, ভীম সেদিকেই চললেন।

পাহাড় থেকে পাহাড়ে ভীম সেই ফুল খুঁজে বেড়াতে লাগলেন।
ওঁদের ছেড়ে অনেক-ক্ষণ এসেছি। এবার আমার আশ্রমে ফেরা উচিত।

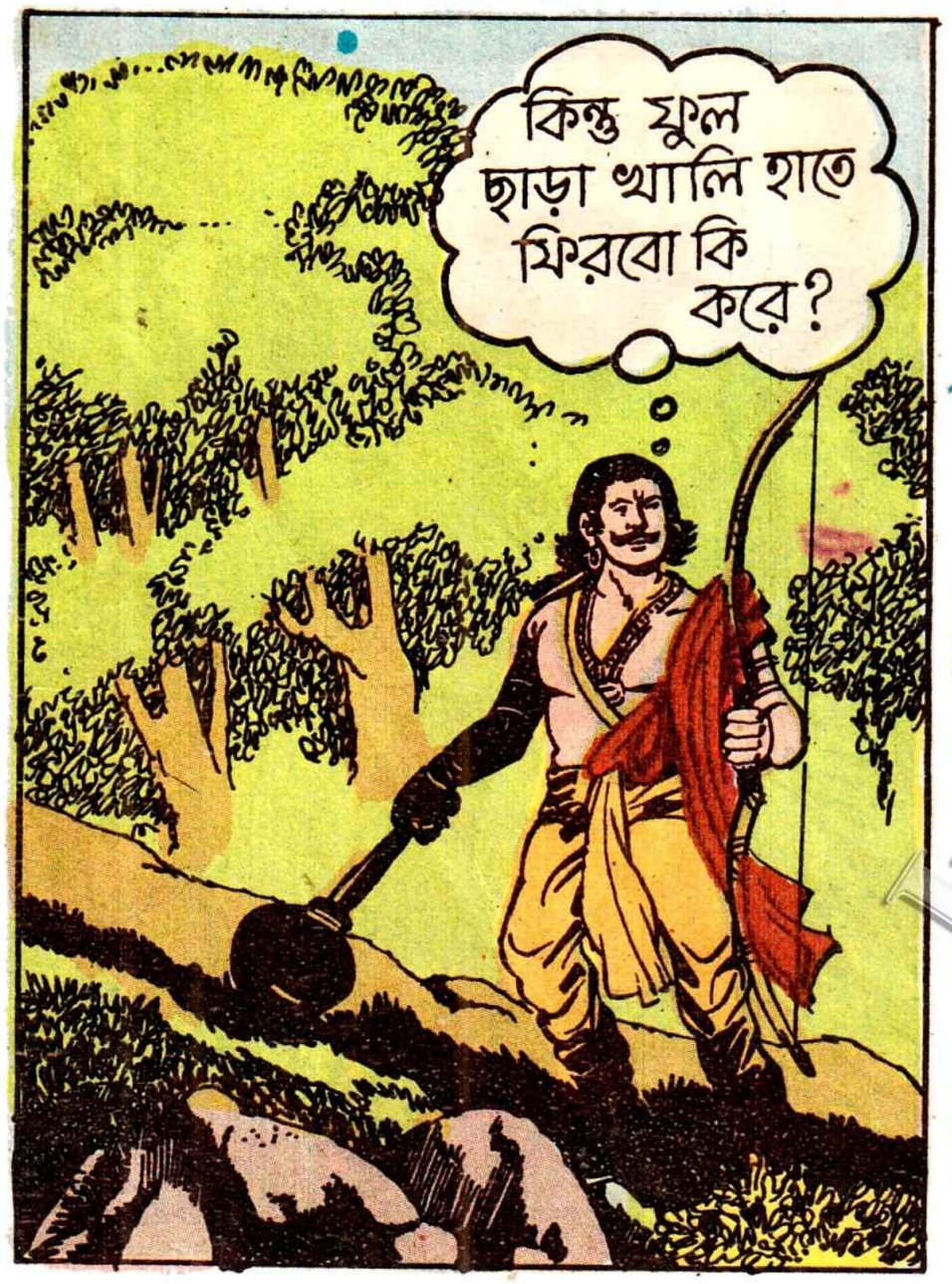
কিন্তু ফুল ছাড়া খালি হাতে ফিরবো কি করে?

আর একটু চেষ্টা করে দেখি!
গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলে তিনি চললেন।

হঠাৎ —
একটা পাগলা হাতি!
হাতিটা তাঁকে আক্রমণ করতেই, মুহূর্তের মধ্যেই...
ভীম দু'হাতে তার দাঁত দুটিকে ধরে...
.... মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

বেচারী! তোমাকে হত্যা করা ছাড়া আমার অন্য উপায় ছিল না।

পথের দু'ধারের বন্যপ্রাণীদের ভয় দেখাতে দেখাতে ভীম এগিয়ে চললেন।

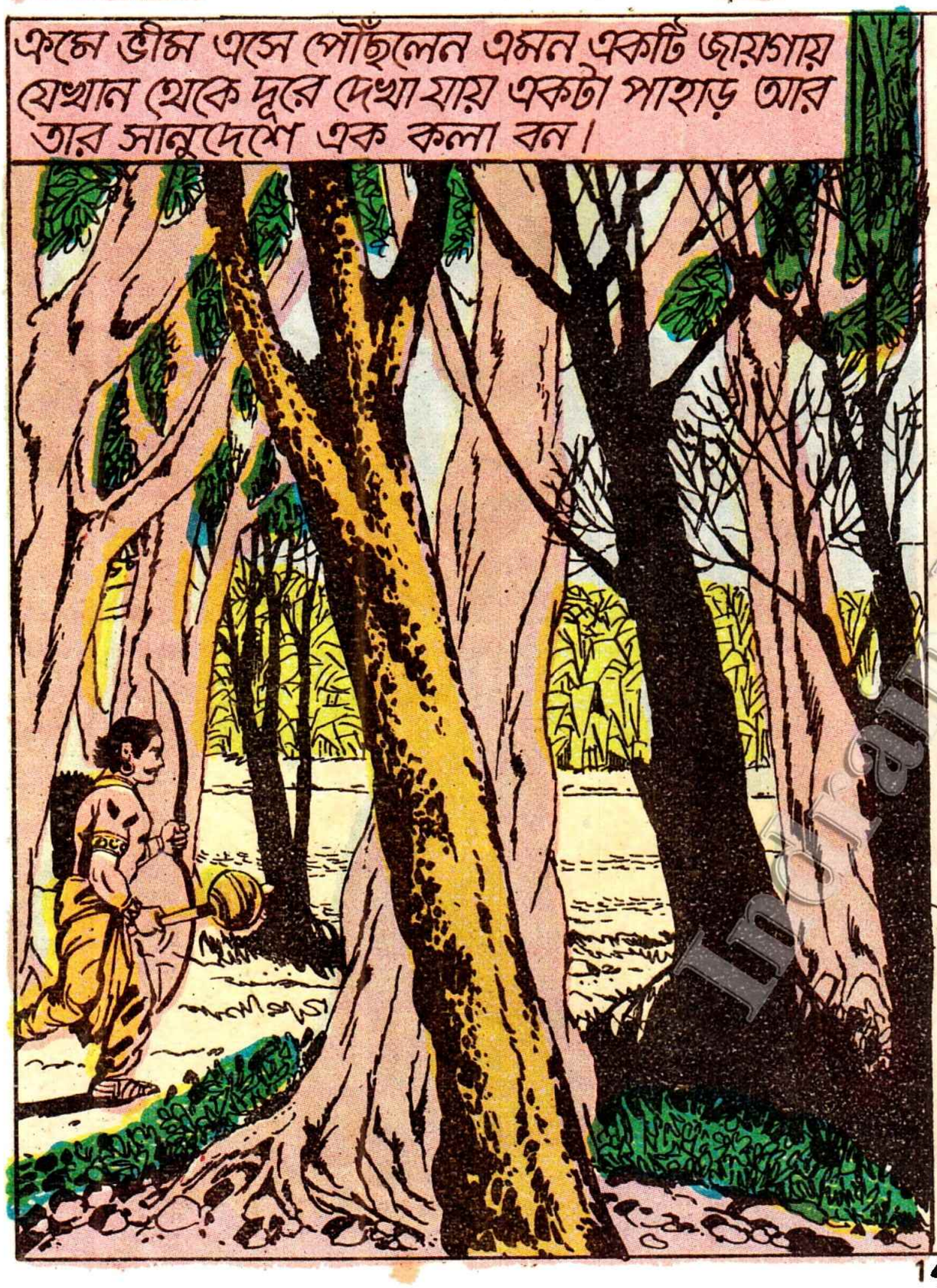
ক্রমে ভীম এসে পৌঁছলেন এমন একটি জায়গায় যেখান থেকে দূরে দেখা যায় একটা পাহাড় আর তার সানুদেশে এক কলা বন।

পথের সব বাধা দূর করতে করতে তিনি সেইদিকে এগিয়ে চললেন।
ঐ পাহাড়ে বোধহয় সেই ফুল পাবো!

কলা বনের কাছে আসতেই তিনি দেখতে পেলেন এক হ্রদ।

আঃ কী ঠান্ডা আর কী মনোরম। কলার ঝোপে ঢোকার আগে এই জলে একবার ডুব দিতে হবে।

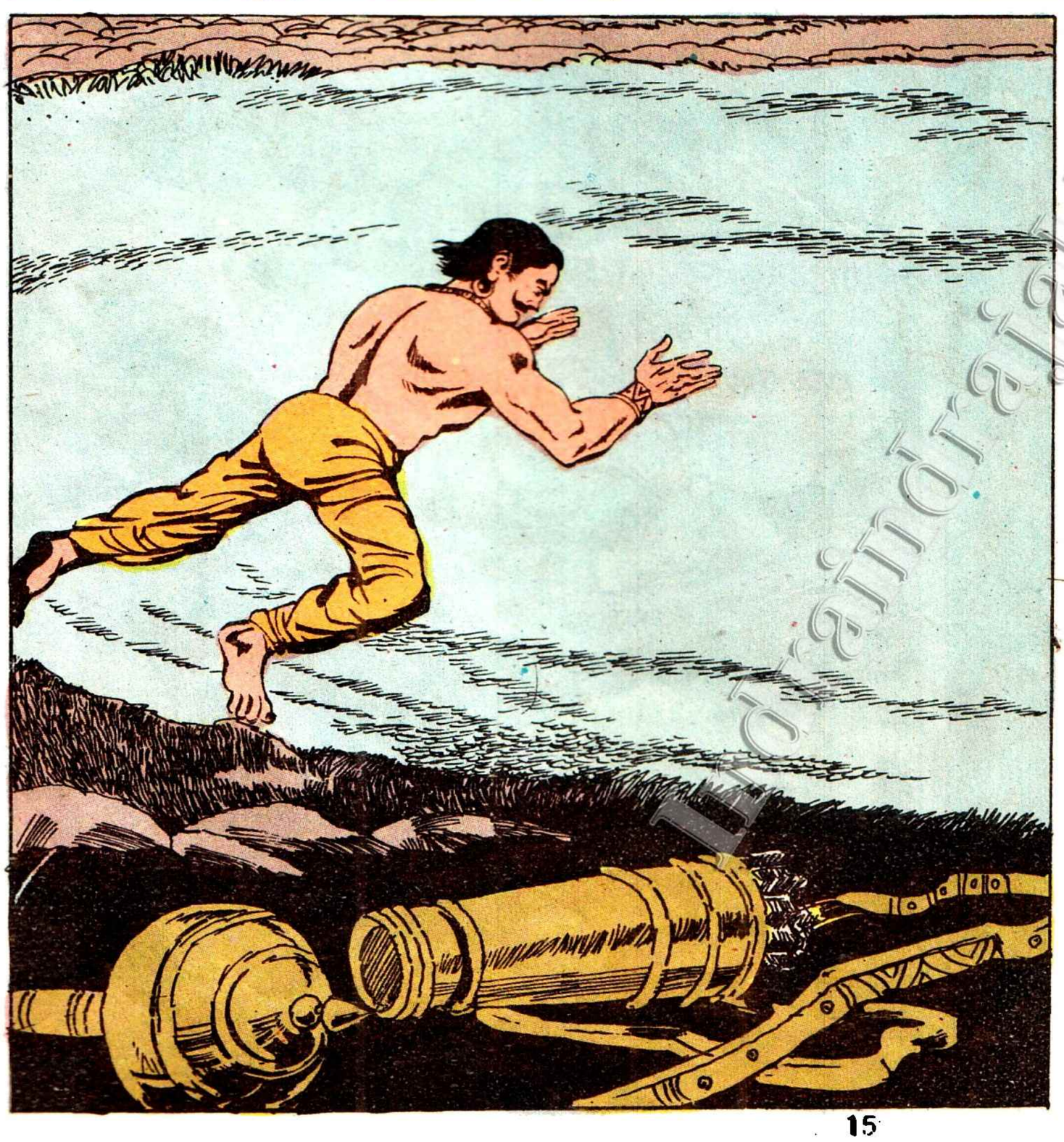

জল থেকে উঠে এসে তারপর ভীম তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে শাঁখে ফুঁ দিলেন।

ভীম জানতেন না যে, এই কলা বনেই হনুমান থাকেন।

পৃথিবীতে একমাত্র ভীমের পক্ষেই এমন শঙ্খ-নিনাদ সম্ভব!

বনের ভিতর থেকে হনুমান ভীমের চালচলন লক্ষ্য করতে লাগলেন। অলৌকিক ক্ষমতা বলে তিনি ভীমের আগমনের উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন।

হনুমান সেই বনে ঢুকবার সরু পথটার সামনে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন।

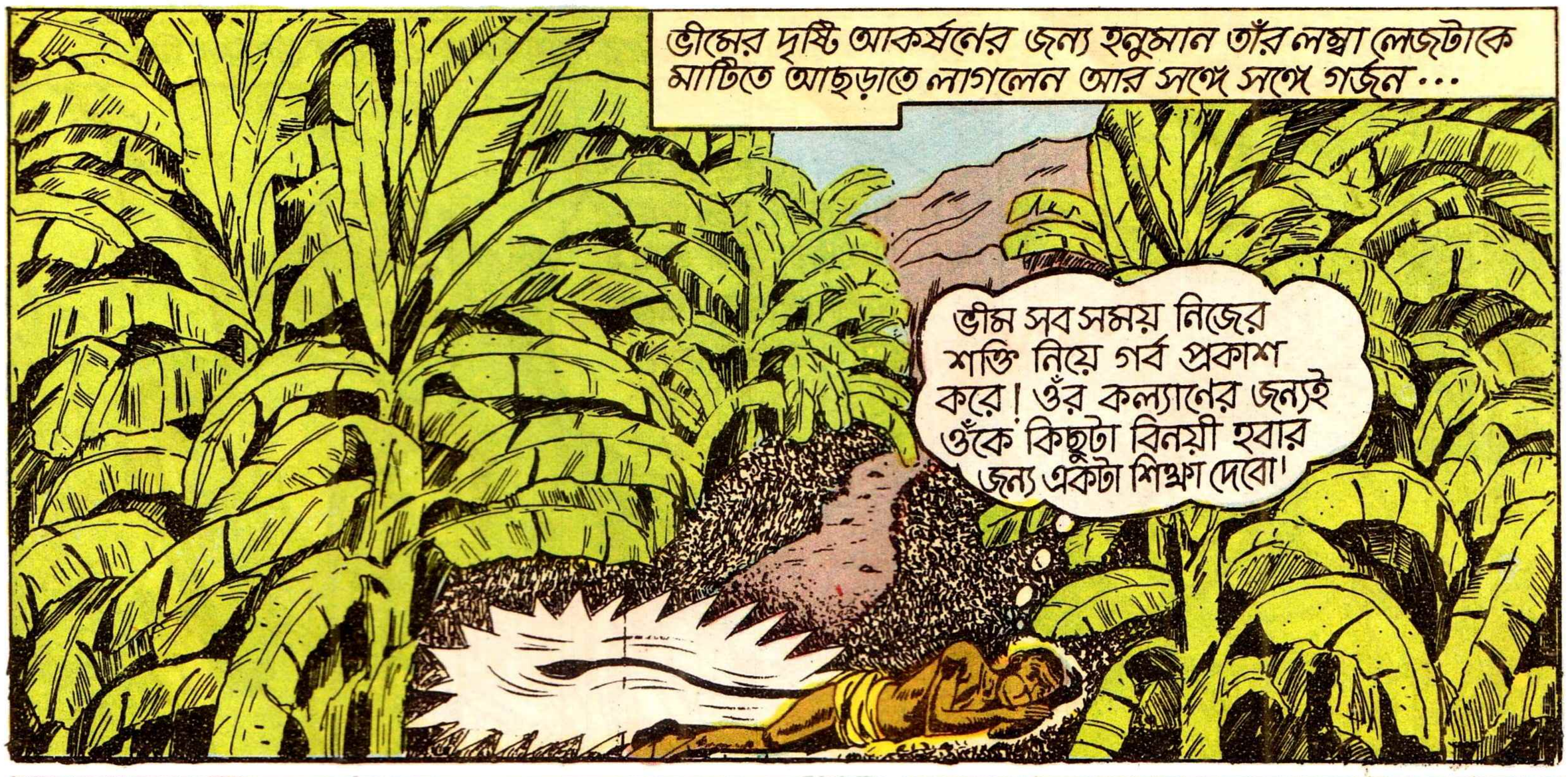
ভীমের দৃষ্টি আকর্ষনের জন্য হনুমান তাঁর লম্বা লেজটাকে মাটিতে আছড়াতে লাগলেন আর সঙ্গে সঙ্গে গর্জন...
ভীম সব সময় নিজের শক্তি নিয়ে গর্ব প্রকাশ করে! ওঁর কল্যানের জন্যই ওঁকে কিছুটা বিনয়ী হবার জন্য একটা শিক্ষা দেবো!

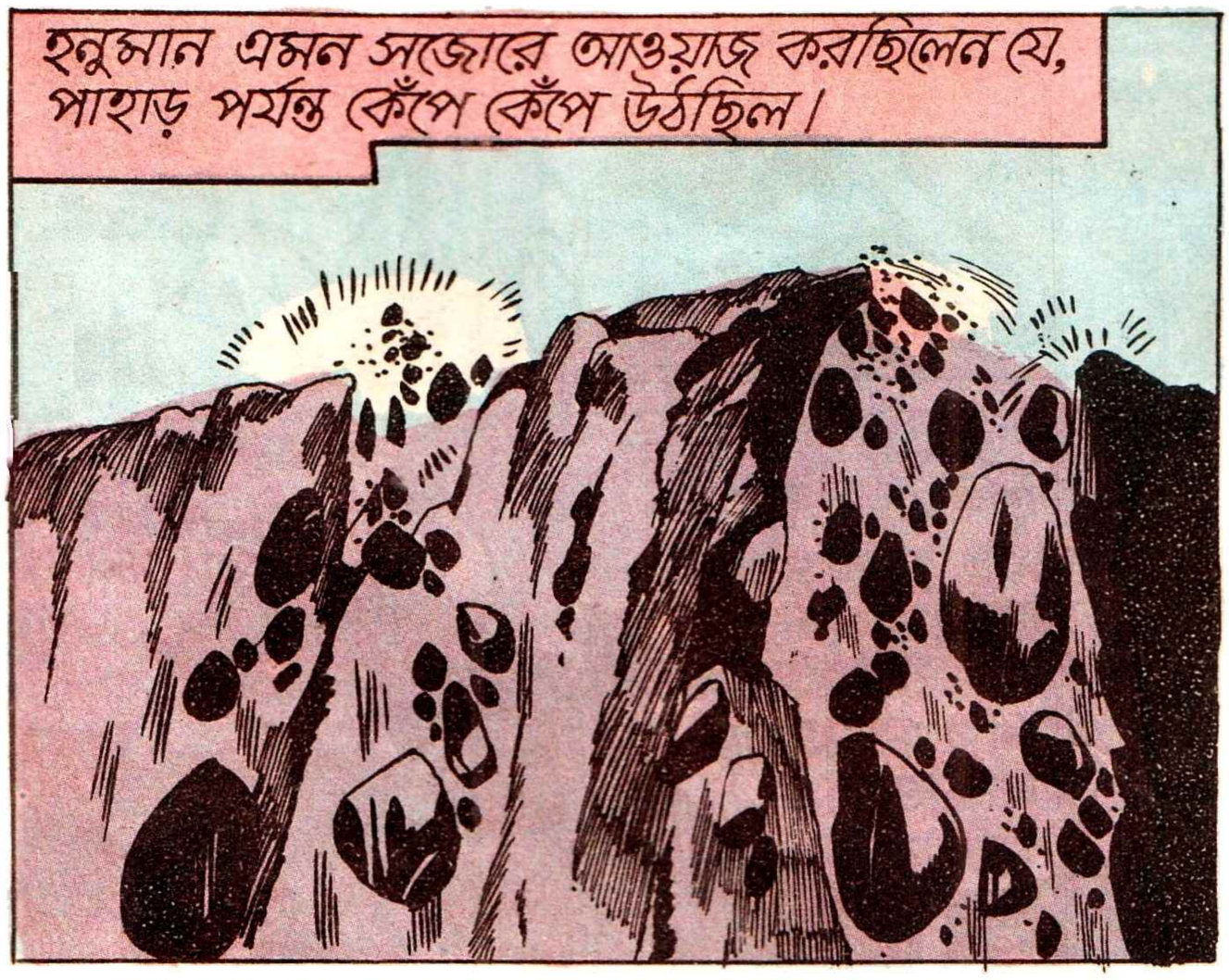
হনুমান এমন সজোরে আওয়াজ করছিলেন যে, পাহাড় পর্যন্ত কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

ভীমও মুহূর্তের জন্য, চমকে উঠেছিলেন।
কান ঝালাপালা করা শব্দটা ঝোপের থেকেই আসছে!

ভীম সোজা ঝোপের কাছে হেঁটে এসে দৃশ্যটা দেখে নিশ্চিন্তে হেসে উঠলেন।
হা:! হা! হো:! হো:! একটা বাঁদর! একটু মজা করা যাক!



BEN

খুব কাছে গিয়ে ভীম হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে উঠলো।

গ-র-র-র!

হনুমান তাচ্ছিল্য সহকারে পাশ ফিরে একবার ভীমের দিকে তাকালেন।

আমি অসুস্থ। এবং ঘুমোচ্ছিলাম, তুমি আমার ঘুম ভাঙালে। তুমি মানুষ, নি:সন্দেহে আমার থেকে বুদ্ধিমান। তোমার আর একটু বিবেচক হওয়া উচিত ছিল। তুমি কে?

আমি ভীম। পান্ডুর পুত্র। পবনদেবের কৃপায় কুন্তীর গর্ভে জন্মেছি।

তুমি এখানে এসেছো কেন? মর্ত্যের মানব এ পথ দিয়ে আর এগোতে পারে না! এখনও সময় আছে, ভালো চাও তো ফিরে যাও।

বানরটার সাহস কতো! আমাকে এই সব কথা বলছে!

বেয়াদপ বানর! পথ ছেড়ে দাও। নইলে ছুঁড়ে ফেলে দেবো।

ভীমের বাচালতায় হনুমানের খুব মজা লাগলেও কোনও ক্রমে হাসি চেপে রাখলেন।
আমার জ্বর। নড়বার শক্তি নেই। তোমাকে যদি এই বনে ঢুকতেই হয়, তাহলে আমাকে ডিঙিয়ে যাও।

তাতে যদি পাপ না হয়, আমি তাই করবো। আমি তোমাকে আর এই পাহাড় লাফিয়ে পার হবো, যেমন করে হনুমান রামের স্ত্রীকে খুঁজতে সাগর পার হয়েছিলেন।

কে সেই হনুমান?
তিনি আমার সুন্দর, শক্তিশালী, বুদ্ধিমান ভাই। আর আমি তাঁর মতোই শক্তিশালী। সুতরাং, একবার উঠে পথ ছেড়ে দাও। নইলে তোমাকে যমের দুয়ারে পাঠাবো!

হে মহাবীর ভীম, আমি বৃদ্ধ ও অশক্ত। আমাকে দয়া করো। আমার লেজটাকে সরিয়ে পাশ দিয়ে চলে যাও!

গোভানি শুনে মনে হচ্ছে, বানরটা খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে।

ফুঃ! বাঁ হাতেই ওর লেজটা সরিয়ে দিতে পারবো!

কিন্তু আশ্চর্য, ভীম লেজটাকে বিন্দুমাত্রও নড়াতে পারলো না।

হু-ম্! দেখছি দুটো হাতই লাগাতে হবে!

না! এ যে একেবারে অবিশ্বাস্য! আমাকে দম নিয়ে আর একবার চেষ্টা করতে হবে।

ভীম তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে আবার চেষ্টা করলেন।

আমার হলো কি? আমি ভীম। অথচ সর্বশক্তি দিয়েও একটা বানরের সামান্য লেজটাকে এতটুকুও নড়াতে পারলাম না।

কিন্তু এ কি সত্যি একটা নিছক বানর? না, তা হতেই পারে না। তাহলে ইনি কে?

হে মহাবীর! আমার কটু কথার জন্য আমাকে মার্জনা করুন। দয়া করে বলুন, আপনি কে?

আমি তোমার ভাই, হনুমান! এই পথের শেষেই হচ্ছে স্বর্গের শুরু...

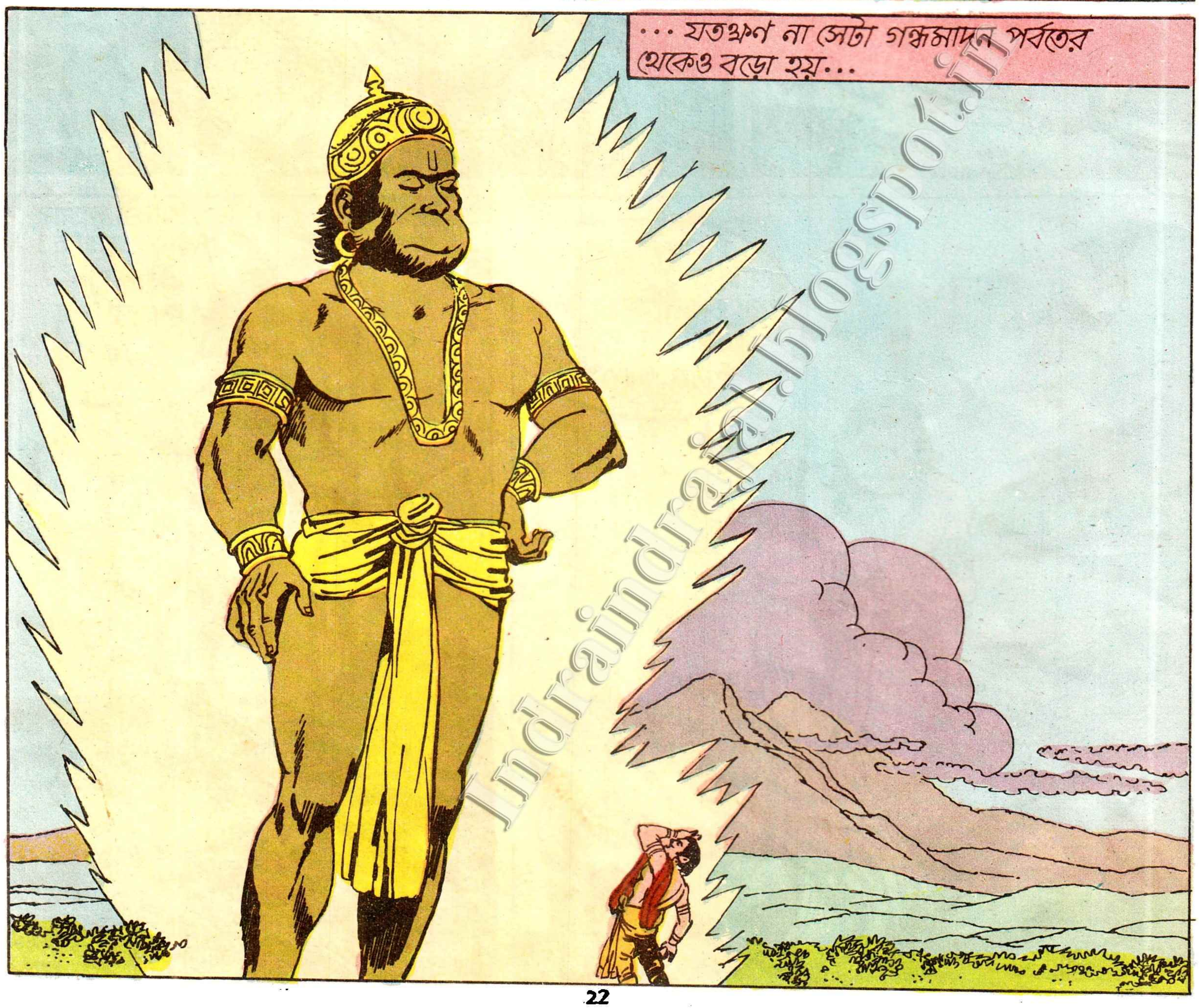


Indrajal.blogspot.in

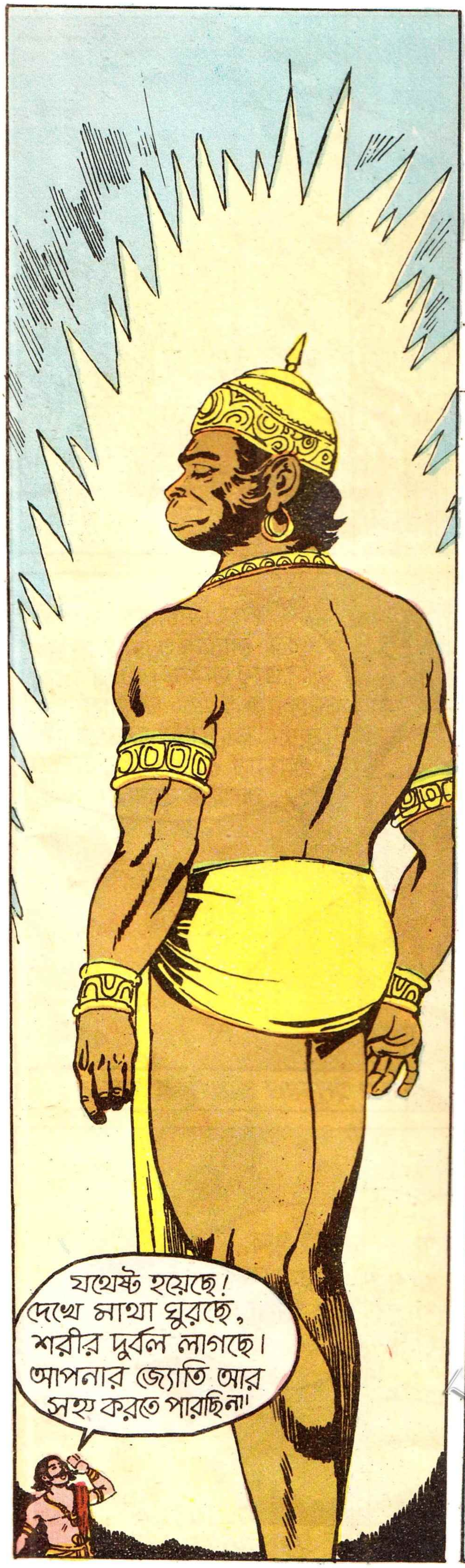
যথেষ্ট হয়েছে! দেখে মাথা ঘুরছে, শরীর দুর্বল লাগছে। আপনার জ্যোতি আর সহ্য করতে পারছিনা।

নিজের আগেকার চেহারায় ফিরে হনুমান ভীমকে আলিঙ্গন করলেন।
এক অদ্ভুত শক্তি আমার ভিতরে সঞ্চারিত হচ্ছে বলে বুঝতে পারছি।

আপনার শক্তি আর আশীর্বাদে আমার সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে। এখন আমরা আমাদের সব শত্রুকে নিশ্চিত ভাবে জয় করতে পারবো।

আমি তোমাদের পাশেই থাকবো। যখন তোমরা শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করবে, তখন আমি অর্জুনের রথের ধ্বজার ওপর বসে এমনই গর্জন করবো যে ভয়ে শত্রু-পক্ষ মূর্ছা যাবে।

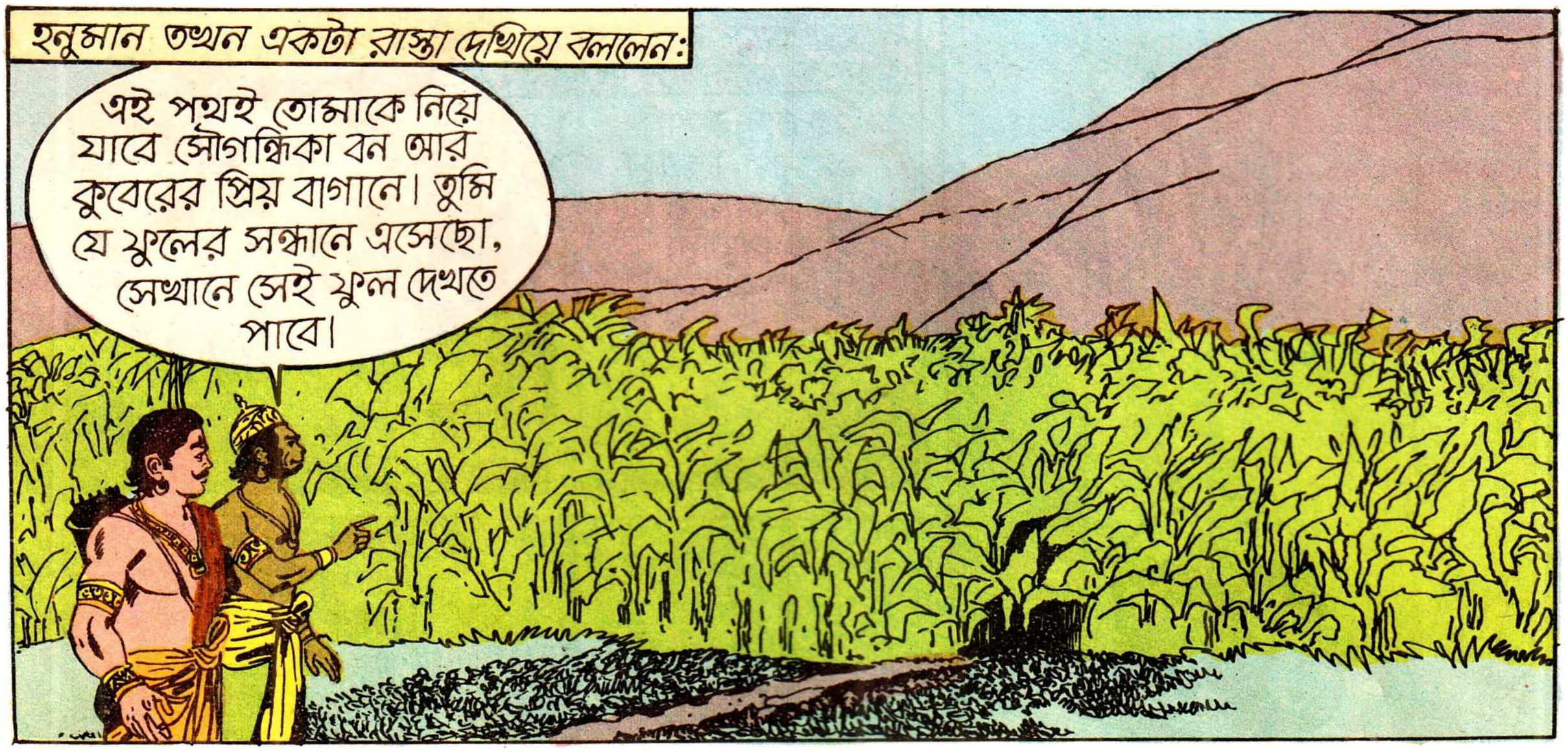
হনুমান তখন একটা রাস্তা দেখিয়ে বললেন:
এই পথই তোমাকে নিয়ে যাবে সৌগন্ধিকা বন আর কুবেরের প্রিয় বাগানে। তুমি যে ফুলের সন্ধানে এসেছো, সেখানে সেই ফুল দেখতে পাবে।

বিদায় জানাবার মুহূর্তে স্নেহের আবেগ আর বাধা মানলো না। হনুমানের দু'গাল বেয়ে নামলো অশ্রুধারা।
ভীম, তোমাকে কাছে পেয়ে আনন্দে আমার দু'চোখ জলে ভরে উঠেছে। ফিরে গিয়ে সকলকে হয়তো আমার কথা বলবে। কিন্তু লক্ষ্মীটি আমার সঠিক ঠিকানা কাউকে বলো না।
এবং হনুমান অন্তর্হিত হলেন।

ফুল নিয়ে আমাকে খুব তাড়াতাড়ি আশ্রমে ফিরতে হবে। যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই খুব চিন্তা করছেন।
ভীম দ্রুত এগিয়ে যান ...

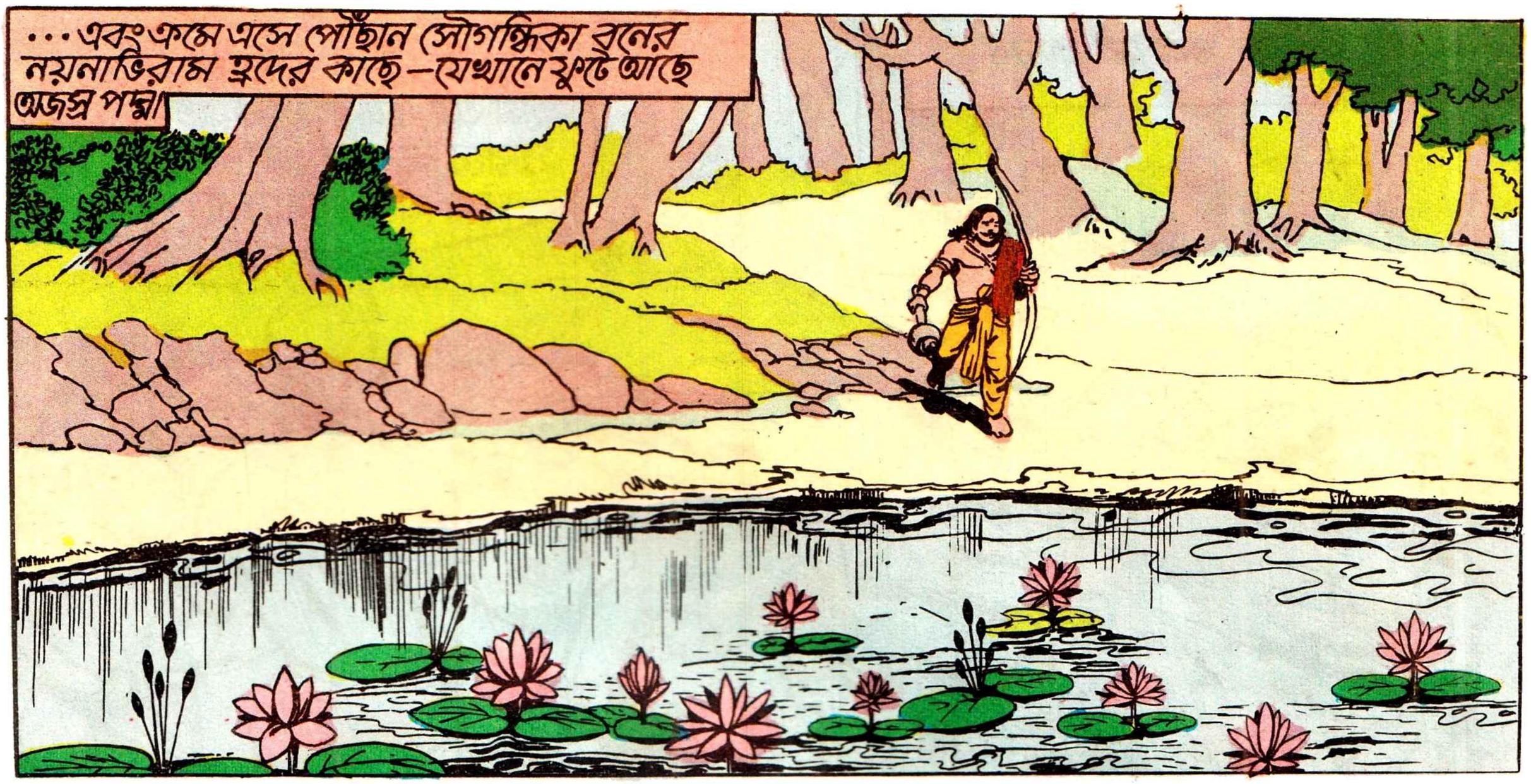
...এবং ক্রমে এসে পৌঁছান সৌগন্ধিকা বনের নয়নাভিরাম হ্রদের কাছে—যেখানে ফুটে আছে অজস্র পদ্ম।

যে মুহূর্তে ভীম সেই হ্রদের জল পান করতে গেছেন —
দাঁড়াও! এটা কুবেরের* ক্রীড়াক্ষেত্র। মানুষের এখানে প্রবেশের অধিকার নেই।

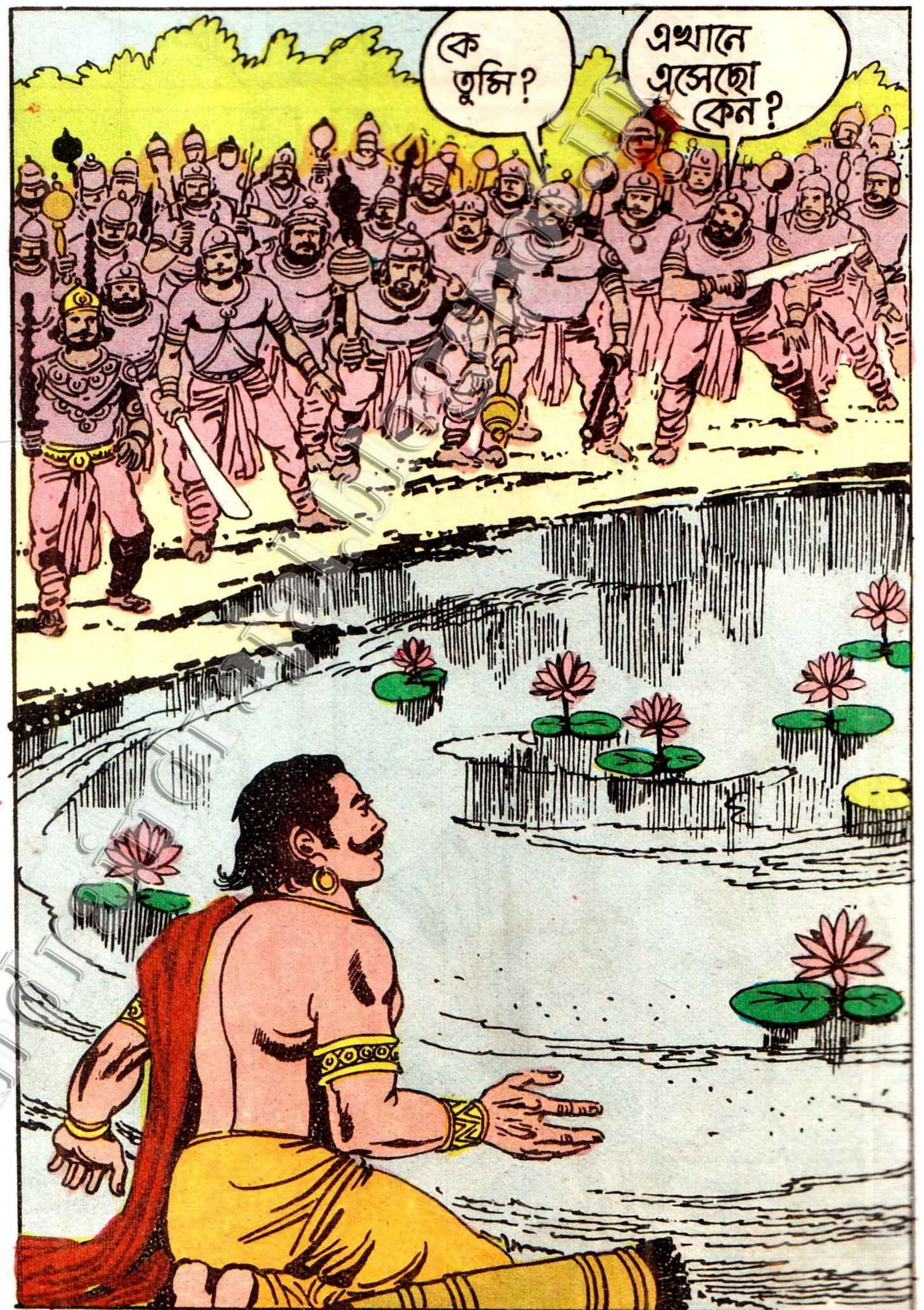
কে তুমি?
এখানে এসেছো কেন?

* যক্ষরাজ

ভীম তাঁর এখানে আসার কারন জানালেন।

কুবেরের অনুমতি ছাড়া তুমি এই জল পান করতে পারবে না এবং একটিও ফুল নিয়ে যেতে পারবে না।

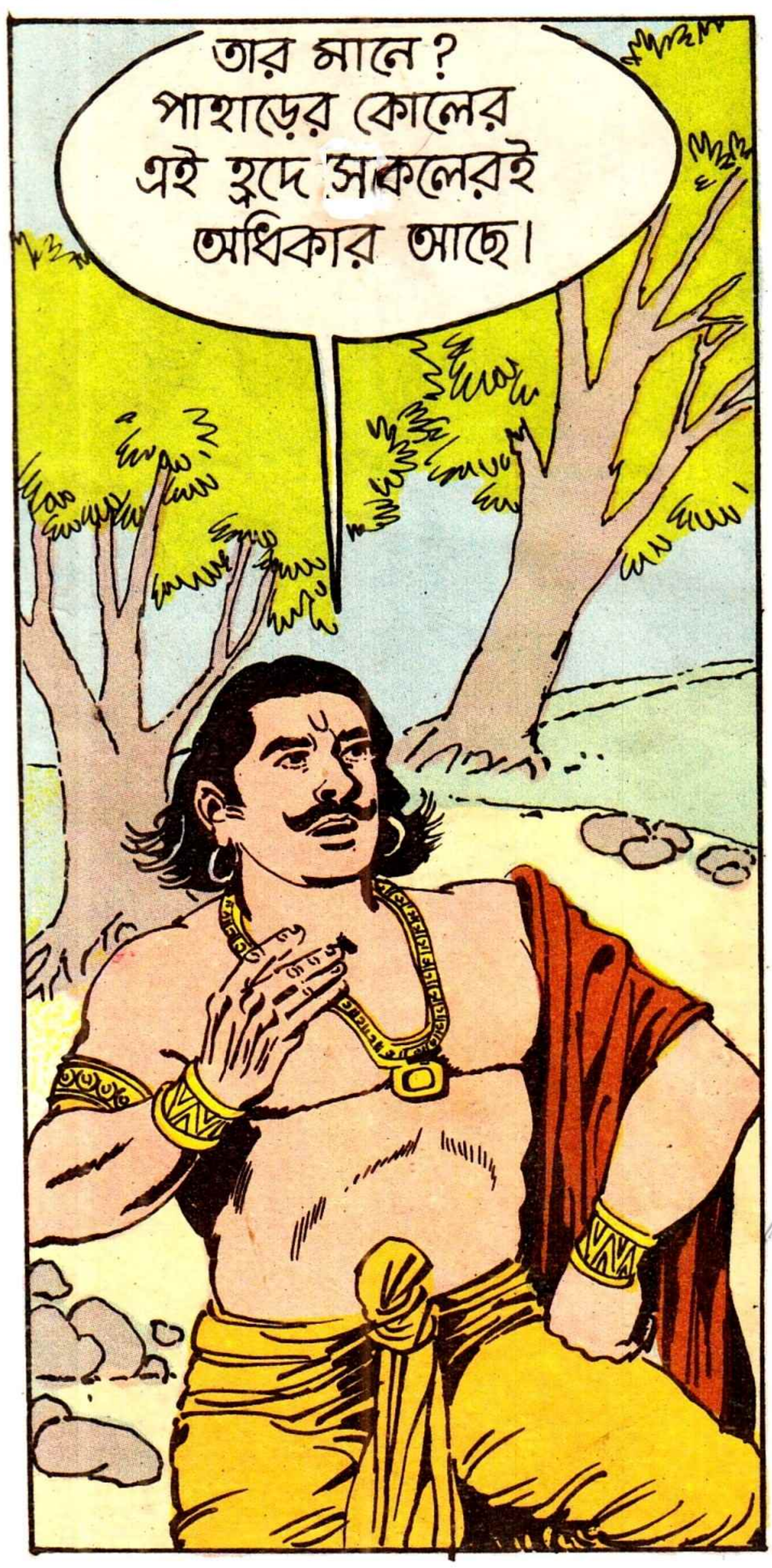

আর কোনও কথা না বলে ভীম জলে ঝাঁপিয়ে পড়তেই রাক্ষসরাও হা-রে-রে-রে করে আক্রমণ করতে এলো ...

পাকড়াও!

বাঁধো!

কেটে ফেলো!

গিলে খাবো!

ভীম সবেগে তাদের তাড়া করলেন।

আ-আহ্!

হাতটা গেলো

বাঁচাও!

শ'খানেক রাক্ষসকে ভীম মেরে ফেললেন।

পালাও!

পালাও!

অন্য রাক্ষসরা ভয়ে আকাশ-পথে উড়ে চললো ...

... যতক্ষণ না পৌঁছায় কুবেরের প্রাসাদে।

প্রভু, যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা আপনার অনুমতি না নিয়েই হ্রদে প্রবেশ করেছেন।

আমরা তাঁকে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু তিনি লড়াই বাঁধালেন।

আমাদের মার্জনা করুন।

তারা অবাক হয়ে দেখলো, কুবের হাসছেন।

আমি জানি ভীম এখানে এসেছেন কেন। তোমরা সকলে নিজেদের কাজে ফিরে যাও। ভীম ফুল নিয়ে যাক।

ভীম ইতিমধ্যে সেই দুষ্প্রাপ্য স্বর্গীয় ফুল সংগ্রহ করে ফেলেছেন।

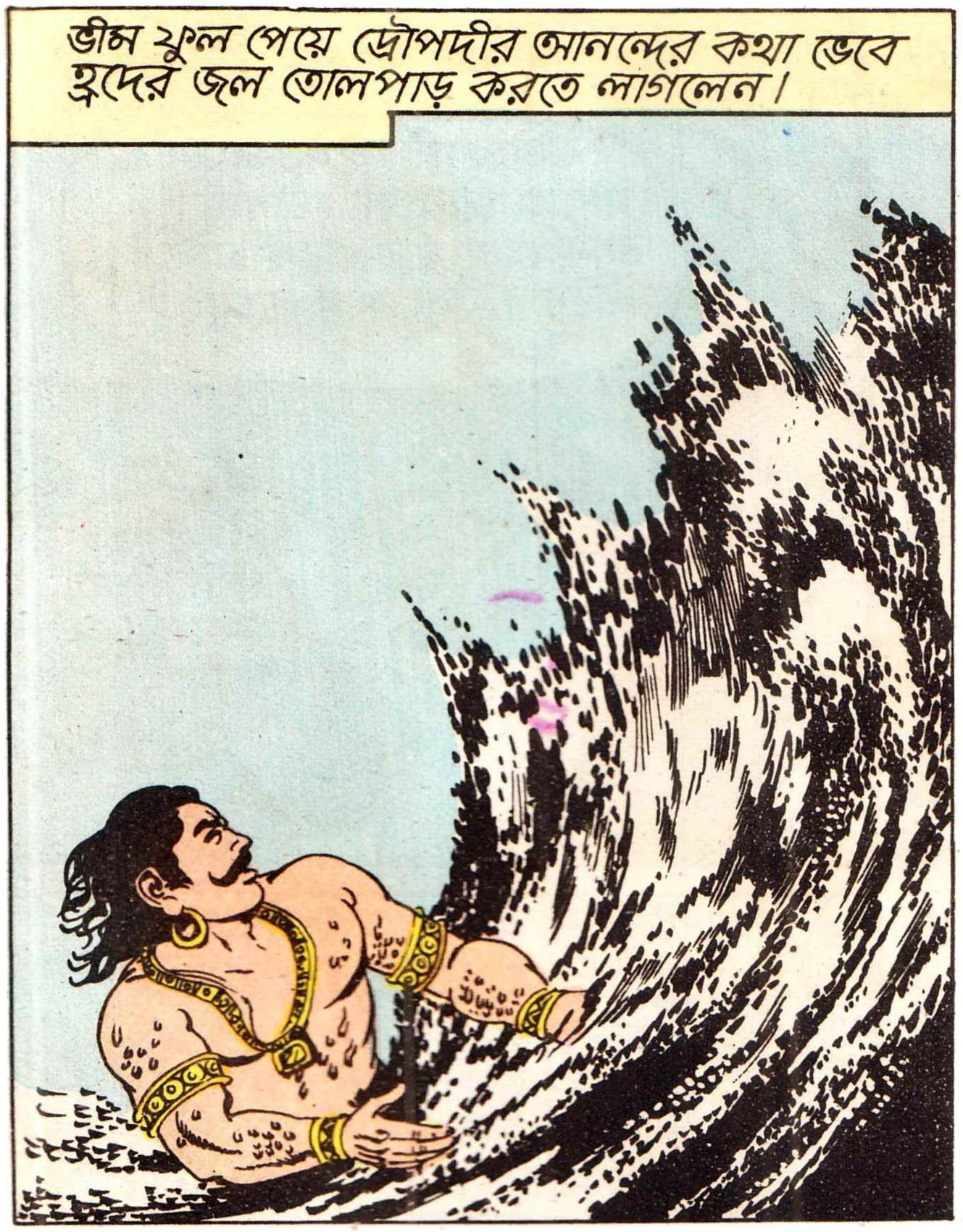
ভীম ফুল পেয়ে দ্রৌপদীর আনন্দের কথা ভেবে হ্রদের জল তোলপাড় করতে লাগলেন।

কিন্তু তাঁর সেই আনন্দের আতিশয্যে জল পাথর একাকার হয়ে এক বিরাট ঝড় ঘনিয়ে এলো।

শুরু হলো বজ্রপাত। বিস্ফোরণের আওয়াজে কেঁপে উঠলো দশদিক। শুরু হলো ভূমিকম্প, ধুলোর ঝড়। প্রাণ ভয়ে চিৎকার করতে লাগলো পশু পাখির দল।

এদিকে, আশ্রমে যুধিষ্ঠিরও শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।
ভাইরা, অস্ত্র হাতে প্রস্তুত থাকো। শীঘ্রই হয়তো আমাদের শক্তি পরীক্ষা দিতে হতে পারে!

কিন্তু ভীম কোথায়?

দ্রৌপদীকে চুপচাপ হাসতে দেখে যুধিষ্ঠির কিছু একটা অনুমান করলেন।
ভীমকে কি কোনও মহান দায়িত্ব দিয়েছো, দ্রৌপদী? নাকি সেই বীর এরই মধ্যে বিরাট কিছু করে বসেছে?
মহারাজ! তিনি নিশ্চয় ইতিমধ্যে সেই স্বর্গীয় ফুল খুঁজে পেয়েছেন!

আপনার নিশ্চয় মনে আছে, আপনাকে একটা ফুল দিয়েছিলাম? সেই ফুলই আরও কিছু তাঁকে আনতে বলেছিলাম।

যুধিষ্ঠির বিচলিত হয়ে ঘটোৎকচকে বললেন —
তুমি জানো সেই হ্রদ কোথায়! দ্রুত সেখানে আমাদের নিয়ে চলো, যাতে সে সেখানকার শান্তি বিঘ্নিত করে অভিশাপ না কুড়ায়!

ঘটোৎকচ আর তার সাথীদের কাঁধে চেপে তাঁরা সেই হ্রদের তীরে এসে উপস্থিত হলেন।
আরে! ঐ তো ভীম এখানে। ওঁকে খুব খুশি খুশি মনে হচ্ছে!

ভীম, তোমার যদি আমাদের জন্যে এতো টুকু চিন্তা থাকে, তাহলে কখনও আর এমন দুঃসাহসিক কাজ করবে না!
জবাবে ভীম মিষ্টি করে হেসে ফুলগুলি তুলে দিলেন দ্রৌপদীর হাতে।
অল্প পরেই কুবেরের রাক্ষস রক্ষীরা সেখানে এসে উপস্থিত।
ঐ তো যুধিষ্ঠির!
রাক্ষস রক্ষীরা বিনীত ভাবে তাঁকে প্রনাম জানালো।
তোমাদের প্রভুকে গিয়ে বলো, আমি যুধিষ্ঠির, এখানে কিছু কাল অবস্থানের জন্য তাঁর অনুমতি চাই।
কুবের আনন্দিত চিত্তেই তাঁদের থাকবার অনুমতি দিলেন, এবং পান্ডবরাও সেখানে রইলেন যতো দিন না অর্জুন ইন্দ্রকীলা থেকে ফিরে আসেন।

# We're all in it together
# For the taste of it

Campa, the fun drink with the sensational orange flavour. Try it for the fun of it. Drink it for the taste of it. Have it for the sheer joy of living: like all these wonderful, thirsty people.
Right now.

Campa
Orange Flavour
For the fun of it

OBM/3063P

Indrajal.blogspot.in

# বইয়ের পাতায় রঙীন চলচ্চিত্র

অমর চিত্রকথায় থাকছে

## ভারতের ইতিহাস • পুরাণ জীবনী লোকগাথা রূপকথা • কিংবদন্তী প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য

প্রকাশিত বাংলা তালিকা :

**ছোটদের জন্য**

১১ কৃষ্ণের গল্প
১২ শকুন্তলা
১৫ রামায়ণ
১৬ নলদময়ন্তী
১৮ লব কুশ
২০ মহাভারত
২১ চানক্য
২২ বুদ্ধ
২৩ শিবাজী
২৪ রাণা প্রতাপ
২৬ কর্ণ
৩৪ ভীষ্ম
৩৬ মীরাবাঈ
৩৮ প্রহ্লাদ
৩৯ পঞ্চতন্ত্র
৪২ পরশুরাম
৭৭ সুভাষচন্দ্র বোস
৮৮ গঙ্গা
৮৯ গনেশ

**সকলের জন্য**

৯১ হিতোপদেশ
১০৮ বিদ্যাসাগর
১১৭ ধ্রুব ও অষ্টাবক্র
১২৭ গীতা
১৩১ বুদ্ধিমান বীরবল
১৩৫ দেবী চৌধুরানী
১৩৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩৭ সূরদাস
১৪৬ বিবেকানন্দ
১৫৬ বাঘা যতীন
১৭৬ দুর্গা
১৭৭ সাতরঙা রাজপুত্র
১৭৯ চন্দ্রললাট
২০১ নচিকেতা
২০২ মহাকবি কালিদাস
২০৬ জয়প্রকাশ নারায়ন
২০৫ রত্নাবলী

প্রতিটি টা. ২.৫০ মাত্র

**ছোটদের জন্য**

প্রকাশের পথে :

১৭ হরিশচন্দ্র
৫০ রাম শাস্ত্রী
৫১ ঝাঁসির রানী
৬৭ লঙ্কার রাজা রাবন
৭৫ তানসেন
৮৬ আনন্দমঠ
৯৯ রাজসিংহ
২০৭ মহিরাবন
২০৮ জয়দেব
২০৯ গান্ধারী
২১০ রসিক বীরবল
২১১ স্বর্গীয় হার
২১৩ ভীম ও হনুমান
২১৪ ধাত্রী পান্না হাদিরানী
২১৭ জাতকের গল্প

**চিরন্তন সচিত্রকাহিনী**

# অমর চিত্রকথা

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত তালিকাগুলির একমাত্র পরিবেশক

উচ্চারিণ
২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

Malay
indrajal.blogspot.in

# Dipy the Kid in "Delicious Defence"

Red Indians raid the fort!

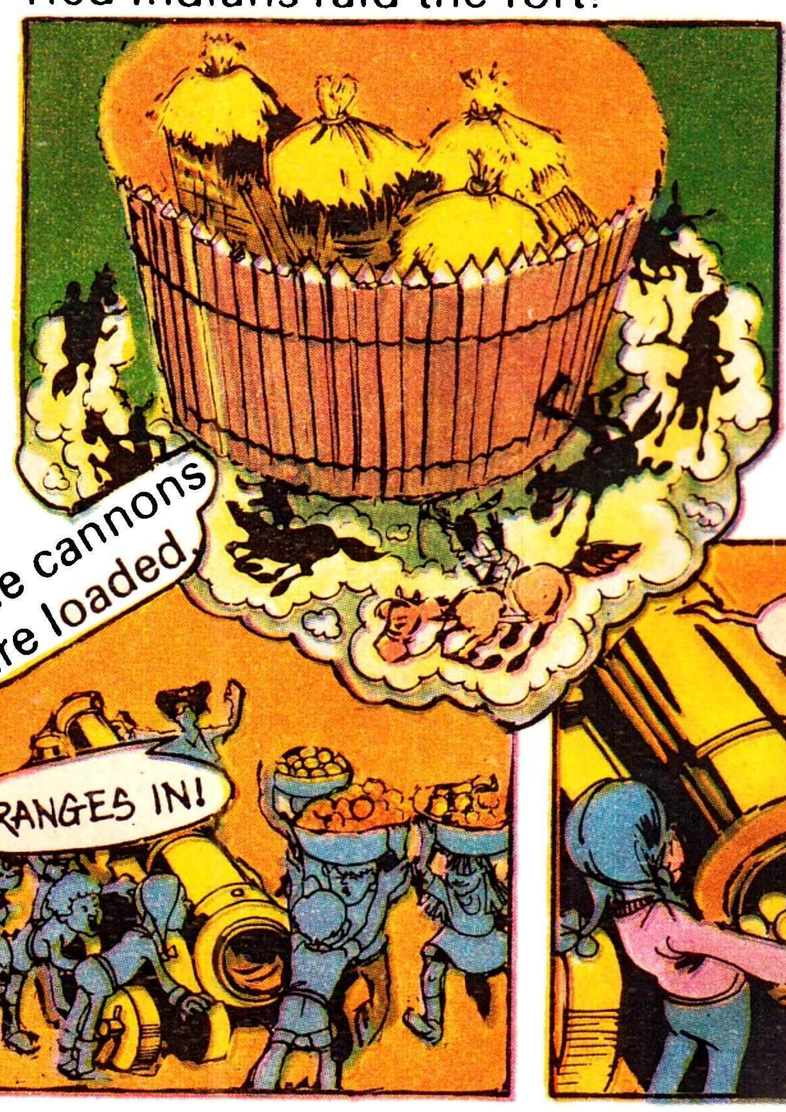

Dipy the Kid takes charge.

The Indians are thunderstruck!

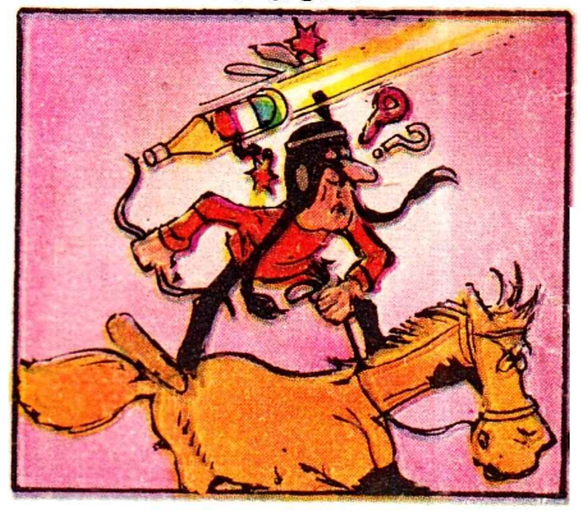

Dipy's Orange and Lemon Squashes play havoc with the attacking Indians!

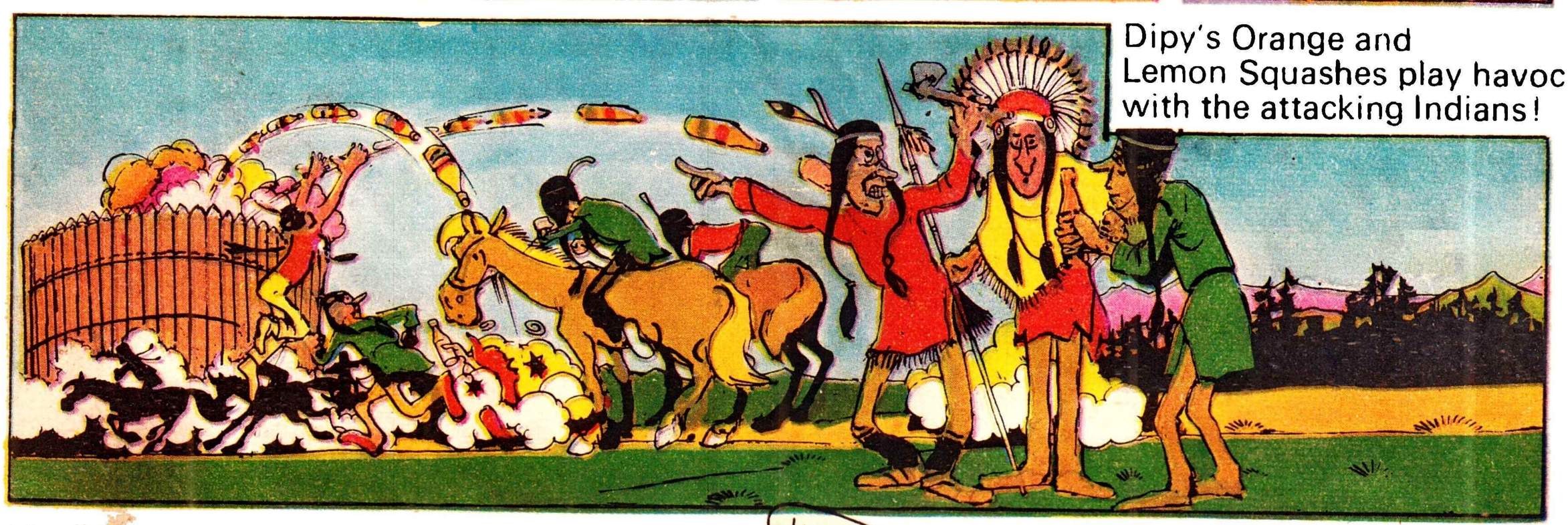

The Indians call a truce.

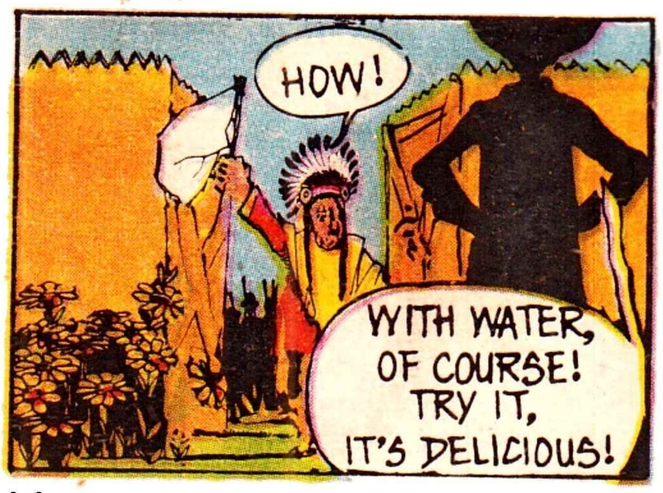


An end to fighting, it's time for fun!

Yes folks! When you've said Dipy's, you've said a mouthful! Dipy's make some of the most scrumptious squashes and syrups around. Orange, Lemon and Mango Squashes. Lemon Barley Water. Lime Cordial. Pineapple Crush. Refreshing Rose Syrup. And all the rest of the Dipy's tribe. Those Indians sure knew a good thing when they saw it.

**Dipy's is real fruity —so fresh 'n' juicy.**

Indrajal.blogspot.in